বিভীষিকা সিরিজ-৩

রক্তপিপাসু

রবি সেন

১০৯এ লেক রোড, কলিকাতা-২৯

প্রকাশ করেছেন
শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
১০৯এ লেক রোড, কলিকাতা-২৯

ছেপেছেন
শ্রীবিভূতিভূষণ সেন
উদয়ন প্রেস
৬ কলেজ রো, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৫৭
—এক টাকা—

প্রিয় বন্ধু

অনিল চট্টোপাধ্যায়কে

রবি

বিভীষিকা সিরিজের প্রথম দুটো বই

অদৃশ্য কালো হাত—নীহাররঞ্জন গুপ্ত ৸০

দ্বীপান্তরের কয়েদী—অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী ৷৵০

যদি না পড়ে থাকো তো এক্ষুণি সংগ্রহ করো।

সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অপূর্ব্ব মিত্রের নাম আজ ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি একটি নূতন ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যার সাহায্যে যে কোন চলমান বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। অপূর্ব্ব মিত্রের ধারণা, তাঁর এই যন্ত্রটি এই বিংশ শতাব্দীতেও যুগান্তর আনবে।

অপূর্ব্ব মিত্র আপন বৈঠকখানায় বসে যন্ত্রটির উপকারিতা সম্বন্ধে লিখছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই যন্ত্রটিকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করা হবে। ঘরের এক কোণে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী শচীন বসু কয়েকটি লেখা টাইপ করছিল।

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে একটি লোক প্রবেশ করল। অপূর্ব্ব মিত্র মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, "আপনি কি চান?"

আগন্তুক দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বলল, "আমি বৈজ্ঞানিক অপূর্ব্ব মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাঁর নামে একখানা চিঠি আছে।"

"আমারই নাম অপূর্ব্ব মিত্র।"

আগন্তুক পকেট থেকে একটা কালো রঙের খাম বের করে অপূর্ব্ব মিত্রের হাতে দিল।

অপূর্ব্ব মিত্র খাম খুলে পড়লেন—

"ডক্টর মিত্র,

আপনার নূতন আবিষ্কারের কথা জানতে পেরে খুবই আনন্দিত হয়েছি। দয়া করে পত্রবাহকের হাতে যন্ত্রটির নির্ম্মাণ-প্রণালীটা পাঠিয়ে দেবেন। অন্যথায় আপনার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আশা করি কথাটা ভুলবেন না। বিদায়—

রক্তপিপাসু"

পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। ভয়ে, বিস্ময়ে, অপূর্ব্ব মিত্র তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত চিঠিখানা ফেলে দিলেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর হাতের তালুর খানিকটা চামড়া পুড়ে গিয়েছে। অপূর্ব্ব মিত্র আগন্তুকের হাতে একটি গোলাকৃতি কৃষ্ণকায় বস্তু দেখতে পেলেন। তবে কি ঐ কৃষ্ণকায় বস্তুটির সাহায্যে ঘটনাটি সংঘটিত হল! বস্তুটি ভালভাবে দেখবার জন্য অপূর্ব্ব মিত্র কয়েক পা এগিয়ে যেতেই আগন্তুক বস্তুটি মাটিতে ছুঁড়ে মারল। কাঁচের বালবের মত বস্তুটি টুকরো টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অপূর্ব্ব মিত্রকে বিস্মিত করে একটি বিকৃত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আপনার হাত পুড়ে যাওয়ায় দুঃখিত হলাম। বিশ্বাস করুন, আপনার দেহে কোন আঘাত করতে আমরা চাইনি। চিঠিখানা পুড়ে যাওয়ায় আপনি বিস্মিত হয়েছেন, না? এটি সম্ভব হয়েছে মারণ-রশ্মির সাহায্যে। মহাযুদ্ধে বিমান-পোত ধ্বংস করার জন্য যে মারণ-রশ্মি ব্যবহৃত হয়েছিল এটি তার

ক্ষুদ্রতম সংস্করণ। সে কথা যাক। নির্ম্মাণ-প্রণালীটা আপনি নিশ্চয়ই দিতে প্রস্তুত আছেন ডক্টর মিত্র ?"

অপূর্ব্ব মিত্র সবিস্ময়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন,—কই, তাঁরা তিনজন ছাড়া ঘরে অন্য কেউই উপস্থিত নেই তো ? তবে কথা বলল কে !

আবার সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমি রক্তপিপাসু কথা বলছি।"

অপূর্ব্ব মিত্র তাড়াতাড়ি টেবলের ওপর থেকে ফোনটা তুলে নিলেন,—"হ্যালো, লালবাজার পুলিশ ষ্টেশন…।"

আগন্তুক আচমকা অপূর্ব্ব মিত্রের ওপরে লাফিয়ে পড়ে তাঁর মুখে সজোরে এক ঘুসি বসিয়ে দিল। অপূর্ব্ব মিত্র মাটিতে ঘুরে পড়লেন,—ফোনটা হাত থেকে ছিটকে পড়ল

আগন্তুক নিমেষের মধ্যে অপূর্ব্ব মিত্রের বাঁ দিকের ড্রয়ার খুলে ফেলল।

শচীন এতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ছিল,—এতক্ষণে সে ভাব কাটিয়ে উঠে চট্ করে ডান দিকের ড্রয়ার থেকে রিভলভারটা বের করে বলে উঠল, "মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়াও,—পালাবার চেষ্টা করেছ কি মরেছ।"

আগন্তুক হাত তোলবার ছলে টেবলের ওপর থেকে কালির দোয়াতটা তুলে নিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শচীনের হাত লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল।

আচম্কা দোয়াতটা হাতে লাগতেই শচীনের রিভলভার হাত

থেকে পড়ে গেল এবং সে কিছু করবার আগেই আগন্তুক বাঘের মত তার ওপরে লাফিয়ে পড়ল। শচীন এই ধরণের আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না, ধাক্কা খেয়ে একধারে ছিটকে পড়ল। পরক্ষণেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে সে পাল্টা আক্রমণ করল এবং তার প্রচণ্ড আঘাতে আগন্তুক ধরাশায়ী হল। গোলমালের শব্দে কয়েকজন লোক এসে পড়েছিল, তাদের সাহায্যে আগন্তুকের হাত পা বেঁধে শচীন অপূর্ব্ব মিত্রের শুশ্রূষা করতে লাগল।

পুলিশ ষ্টেশনে বেসরকারী গোয়েন্দা প্রবীর ঘোষ এবং তার সহকারী দিলীপ হালদার উপস্থিত ছিল। শচীনকে প্রবীর চিনত। একটি অচেতন লোককে সঙ্গে করে আনতে দেখে প্রবীর প্রশ্ন করল, "ব্যাপার কি শচীন বাবু? এটি আবার কে, আর এর এ অবস্থাই বা কি করে হল?"

শচীন একটা চেয়ার অধিকার করে পালটা প্রশ্ন করল, "আচ্ছা প্রবীর বাবু, 'রক্তপিপাসু' বলে কাউকে চেনেন?"

"রক্তপিপাসু নামটা কিছুদিন আগে শুনেছিলাম। কিন্তু কেন বলুন তো?"

বন্দীকে দেখিয়ে শচীন বলল, "এটি রক্তপিপাসুর একজন অনুচর। রক্তপিপাসুর একখানা চিঠি নিয়ে এসেছিল ডক্টর মিত্রের কাছ থেকে তাঁর নূতন যন্ত্রের নির্ম্মাণ-প্রণালীটা নিয়ে যাবার জন্য। ডক্টর মিত্র তা দিতে অস্বীকার করায় শয়তান

তাঁকে আক্রমণ করে। বহুকষ্টে লোকটাকে কাবু করে থানায় নিয়ে আসতে পেরেছি।”

ইতিমধ্যে আগন্তুকের জ্ঞান ফিরে এসেছে। পুলিশ কমিশনার আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “প্রবীরবাবু, লোকটি আমাদের প্রয়োজনে লাগবে বলেই মনে হচ্ছে। কয়েক দিন আগে ‘আশার আলো’ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের’ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রামজীবন শেঠ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। রক্তপিপাসু তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, দু’দিনের মধ্যেই তাকে দশহাজার টাকা দিতে হবে, না দিলে সে তাঁকে খুন করবে। টাকা দেবার শেষ দিন পরশু চলে গিয়েছে এবং এর মধ্যে কোন ঘটনাই ঘটেনি। আজ রামজীবন শেঠ ও তাঁর সেক্রেটারী প্রেমনাথ শর্ম্মা বোধহয় কলকাতা ত্যাগ করে বম্বে যাচ্ছেন। তিনি প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার হীরা জহরৎ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নিরাপত্তার ভার আপনাকেই নিতে হবে প্রবীরবাবু।······ আচ্ছা, লোকটিকে সার্চ্চ করে দেখুন তো কিছু পান কিনা!”

প্রবীর আগন্তুকের পকেট হাতড়ে দেখল, কিন্তু বিশেষ কিছুই পেলনা। কিন্তু তার বুকের কাছটা অস্বাভাবিক রকম উঁচু দেখে প্রবীর জামাটা সরিয়ে ফেলল। দেখা গেল, একটা কালো রঙের ছোট বাক্সের মত কি যেন আগন্তুকের বুকের কাছে বাঁধা রয়েছে।

বাক্সটা ভাল করে লক্ষ্য করেও প্রবীর বুঝতে পারল না, ওটা কি। প্রবীর জিজ্ঞাসা করল, “এই, তোমার নাম কি?”

রক্তপিপাসুর অনুচর বলল, "বলব না।"

"তোমাদের দলপতি কোথায় থাকে ?"

"জানিনা।"

"সহজে কিছুই বলবে না দেখছি। দিলীপ, 'প্রেসিং' মেশিন'টা নিয়ে আয় তো !"

কমিশনার সাহেবের অনুমতি নিয়ে দিলীপ কিছুক্ষণের মধ্যেই 'প্রেসিং মেশিন'টা এনে টেবলের ওপরে রাখল। প্রবীর আবার প্রশ্ন করল, "এখনও বলবে কি না বল।"

"বলেছি তো, বলব না।"

"তোমাকে বলিয়ে ছাড়ব।"

আগন্তুকের একখানা হাত টেনে নিয়ে প্রবীর 'প্রেসিং মেশিনে' ঢুকিয়ে দিয়ে যন্ত্রের হাতলে মৃদু চাপ দিল। অসহ্য যন্ত্রণায় আগন্তুক চীৎকার করে উঠল, "লাগছে, লাগছে—উঃ, দাঁড়ান, দাঁড়ান, বলছি !"

হাতলে চাপ দেওয়া বন্ধ করে প্রবীর প্রশ্ন করল, "রক্তপিপাসু কোথায় ?"

আগন্তুক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "এখন কলকাতায় আছে, তবে থাকে শ্রীরা···"

কথা শেষ করবার আগেই একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। প্রবীর তাড়াতাড়ি আগন্তুকের কাছে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করে বলল, "মারা গিয়েছে।" তার বুকে বাঁধা কালো বাক্সটার ওপরে নজর পড়তেই প্রবীর সবিস্ময়ে

দেখল, বাক্সটা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে! তবে কি এই বাক্সটাই তার মৃত্যুর কারণ? প্রবীর কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারল না।

প্রয়োজনীয় কাজ সেরে প্রবীর দিলীপকে নিয়ে রামজীবন শেঠের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করল।

দুই

মানবে-দানবে

রামজাবন শেঠের বাড়ী পৌঁছে প্রবীর শুনল, রামজীবন বাবু এবং প্রেমনাথ ই-আই-আর বম্বে মেলে রওনা হয়েছেন।

তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে পৌঁছে প্রবীর খোঁজ নিয়ে জানল, বম্বে মেল ঘন্টাখানেক হল ছেড়ে গিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে গাড়ীতে ফিরে গিয়ে প্রবীর উল্কার বেগে গাড়ী ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরে দিলীপ জিজ্ঞাসা করল, "এত স্পীডে এখন কোথায় চলেছিস, প্রবীর?"

"যে করেই হোক, আমাদের বম্বে মেল ধরতেই হবে।"

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব?"

মৃদু হেসে প্রবীর বলল, "অসম্ভব বলে তো আর পেছিয়ে পড়লে চলবেনা, অসম্ভবকে সম্ভব করে নিতে হবে। এই এক

ঘণ্টায় বম্বে মেল খুব জোরে গেলেও কোন মতেই ৫০ মাইলের বেশী যায়নি। আমরা যদি...”

বাধা দিয়ে দিলীপ বলল, “যত জোরেই আমরা গাড়ী চালাই, এলাহাবাদের আগে কোনমতেই বম্বে মেল ধরতে পারব না। কিন্তু তার দরকার কি? আমার এক বন্ধু কিছুদিন হল একটা চমৎকার এরোপ্লেন কিনেছে। আমি বললে এক্ষুনি সে রাজি হয়ে যাবে। সেটা পেলে আর ভাবনা কি? গয়াতেই আমরা বম্বে মেল ধরতে পারব।”

“বেশ বেশ, সেই ভাল।” প্রবীর গাড়ীর মোড় ফেরাল।

রামজীবন শেঠ যে কামরায় ছিলেন, তার পাশে আর একটা প্রথম শ্রেণীর কামরা ছিল। এই দ্বিতীয় কামরার আরোহী মাত্র দু'জন। দু'জনেরই পরিধানে ইউরোপীয় পোষাক। একজনের পোষাকের পারিপাট্য বিশেষ করে নজর পড়ে। দুটো কামরার মাঝখানে ছোট একটা দরজা। সুবেশধারী দরজার Key-hole এ চোখ রেখে কি যেন দেখল। আরপর তার সঙ্গীকে ইঙ্গিত করল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি একটা ছোট বাক্স বের করল। বাক্সের গায়ে একটা সরু নল ঝুলছিল। প্রথম ব্যক্তি সেই নলের অগ্রভাগ Key holeএর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নলের চাবি খুলে দিল। কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর দুটি গ্যাস-মাস্ক বের করে একটা নিজে পরল এবং অপরটা সঙ্গীকে পরতে দিল।

তারপর নলের চাবি বন্ধ করে পকেট থেকে এক তাড়া চাবি বের করল। তারই একটার সাহায্যে মাঝের দরজাটা খুলে ফেলে দু'জনে দ্রুতপদে কামরায় প্রবেশ করল। সমস্ত কামরা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কামরার জানলা গুলো ভাল করে খুলে দিল। ধোঁয়া কেটে যেতে দেখা গেল, গদীর ওপরে রামজীবন শেঠ এবং প্রাণনাথ শর্ম্মার প্রাণহীন দেহ পড়ে রয়েছে।

রামজীবন শেঠের মৃতদেহের পাশে যে য়্যাটাচি কেসটা পড়ে ছিল প্রথম ব্যক্তি খুলে ফেলল সেটা। ভেতরে দেখা গেল বহু দামী হীরা জহরৎ। ক্ষুধিত নেত্রে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে আবার সে এ্যাটাচিটা বন্ধ করে ফেলল।

এমন সময় বন্ধ দরজায় মৃদু আঘাত শোনা গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাড়াতাড়ি রামজীবন শেঠ ও প্রাণনাথ শর্ম্মার মৃতদেহ বাথ্রুমে রেখে এল, এবং প্রথম ব্যক্তি মাথার টুপিটা মুখের ওপরে নামিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ধীরপদে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। কামরায় প্রবেশ করল প্রবীর। মৃদুস্বরে প্রবীর বলল, "মাপ করবেন স্যার, আপনারাই কি রামজীবন শেঠ আর প্রাণনাথ শর্ম্মা ?"

প্রবীরের দিকে তাকিয়ে প্রথম ব্যক্তি বলল, "হ্যাঁ, আমার নামই রামজীবন শেঠ। আপনি কে, এখানে আপনার কি চাই ?"

"আমি পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে আসছি। আপনাদের নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবার ভার তিনি আমাকে দিয়েছেন। আপনার নামে একটা চিঠি আছে।...কিন্তু একটা গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কেন বলুন তো ?"

কথা শেষ করে প্রবীর পকেট থেকে কমিশনারের লেখা চিঠিটা বের করতে গেল। এমন সময়ে হঠাৎ কঠিন চীৎকার শুনতে পেল, "লক্ষ্মী ছেলের মত মাথায় ওপরে হাত তুলে দাঁড়াও।"

প্রবীর সবিস্ময়ে দেখল, রামজীবন শেঠের হাতে উদ্যত রিভলভার।

মাথার ওপরে হাত তুলে প্রবীর প্রশ্ন করল, "আপনি কে ?"

পৈশাচিক হাসি হেসে সে উত্তর করল, "আমার আসল নাম জানতে চেয়ো না। সকলের কাছে আমি রক্তপিপাসু নামেই পরিচিত। রামজীবন শেঠ মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।" কথাটা শেষ করে রক্তপিপাসু বিকট স্বরে হেসে উঠল।

কামরার ভেতরে ডিনার-টেবলের ওপরে দুটো কাঁচের গ্লাস পড়ে ছিল। রক্তপিপাসুর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে প্রবীর একটা গ্লাস তুলে নিয়ে চোখের পলকে ছুঁড়ে মারল।

রক্তপিপাসুর হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়ল এবং তার সঙ্গী কালু রিভলভার বের করবার চেষ্টা করতেই প্রবীর তার ওপরে লাফিয়ে পড়ল। প্রবীরের কয়েকটা ঘুসি খেয়ে কালু মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে রক্তপিপাসু প্রবীরকে আক্রমণ করে বসল। সুকঠিন বাহুর বন্ধনে প্রবীরকে চেপে ধরল সে। এই হঠাৎ আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য সামান্যতম সময়ও প্রবীর পেল না, তবুও রক্তপিপাসুর কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। প্রবীরকে ঠেলতে ঠেলতে রক্তপিপাসু দরজার দিকে নিয়ে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে কখন কালু গাড়ীর দরজা খুলে দিয়েছে। প্রাণপণে চেষ্টা করেও প্রবীর নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। খোলা দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে রক্তপিপাসু তাকে গাড়ীর নীচে ফেলে দিল।

ইতিমধ্যে গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে এসেছে।

তিন

দ্বিতীয় চিঠি

নিতান্ত ভাগ্যক্রমে প্রবীর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। প্রচণ্ড আঘাতে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রবীর কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। সর্ব্ব-শরীরে তীব্র বেদনা। ধীরে ধীরে রেল লাইন ধরে এগিয়ে চলতে লাগল সে। কিছু দূরে একটা ছোট ষ্টেশন দেখা যাচ্ছে।

পরদিন সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে যে সংবাদটি প্রকাশিত

হয়েছে তাতে সারা সহরে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। সংবাদটি হচ্ছে এই ঃ

"রামজীবন শেঠ ও তাঁহার সেক্রেটারী প্রেমনাথ শর্ম্মার রহস্যজনক মৃত্যু। সুপ্রসিদ্ধ বে-সরকারী গোয়েন্দা প্রবীর ঘোষ নিখোঁজ।

'রক্তপিপাসু'র আবির্ভাব ?"

সমস্ত ঘটনাটা এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

"পুলিশ গতকল্য ই-আই-আর বম্বে মেলের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরার বাথরুম হইতে 'আশার আলো' ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রামজীবন শেঠ ও তাঁহার সেক্রেটারী প্রেমনাথ শর্ম্মার মৃতদেহ আবিষ্কার করে। ডাক্তারী পরীক্ষার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগের ফলে উভয়ের মৃত্যু ঘটিয়াছে। রামজীবন শেঠ প্রায় পনেরো লক্ষ টাকা মূল্যের হীরাজহরৎ সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন। এই হীরাজহরতের কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

"এই ট্রেণে বে-সরকারী গোয়েন্দা প্রবীর ঘোষও ছিলেন, তিনি নিখোঁজ হইয়াছেন। গোয়েন্দামহলে দৃঢ় বিশ্বাস, এই হত্যাকাণ্ডে 'রক্তপিপাসু'র অদৃশ্য হাত রহিয়াছে।"

খবরের কাগজটা একপাশে সরিয়ে রেখে প্রবীর বলল, "এরা এত খবর জানল কোথা থেকে ?"

দিলীপ উত্তর করল, "আমিই সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে জানিয়েছিলাম।"

গম্ভীরস্বরে প্রবীর বলল, "খুবই অন্যায় করেছিস, দিলীপ। এর ফলে শত্রুপক্ষ সাবধান হয়ে যাবে। কেসের পরিসমাপ্তি না ঘটা পর্য্যন্ত সব কিছুই যথাসম্ভব গোপন রাখতে হয়।"

ফোন বেজে উঠল—ক্রিং ক্রিং ক্রিং⋯....

প্রবীর ফোন তুলে নিল, "হ্যালো।"

ওধার থেকে ভেসে এল, "আমি অপূর্ব্ব মিত্র, প্রবীর বাবুকে চাই।"

"বলুন, আমিই প্রবীর ঘোষ।⋯কি বললেন, খুব দরকার? আচ্ছা, আমি এখনই যাচ্ছি।⋯নমস্কার।"

ফোন নামিয়ে রেখে প্রবীর বলল, "অপূর্ব্ব মিত্র ফোন করছিলেন,—খুব দরকার, এখনি একবার যেতে হবে।"

অপূর্ব্ব মিত্র অপেক্ষা করছিলেন। প্রবীরদের দেখে বললেন, "এই যে আসুন, আপনাদের জন্যই বসে আছি।"

দু'জনকে দোতলার বৈঠকখানা ঘরে এনে বসিয়ে অস্থিরভাবে পাদচারণা করতে করতে ডক্টর মিত্র বললেন, "রক্তপিপাসুর কাছ থেকে আবার একটা চিঠি পেয়েছি।"

প্রবীর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, "আবার চিঠি পেয়েছেন! দেখি চিঠিটা?"

"দেখাচ্ছি। কল্পনা, চিঠিটা নিয়ে আয় তো মা।"

অল্পক্ষণ পরেই একটি তরুণী প্রবেশ করল। অপূর্ব্ব মিত্রের হাতে একটা কালো খাম দিয়ে বলল, "এই নাও বাবা, তোমার চিঠি।"

চিঠিটা হাতে নিয়ে অপূর্ব্ববাবু বললেন, "প্রবীর বাবু, এটি আমার মেয়ে, কল্পনা।—এই নিন্ চিঠি।"

কল্পনাকে নমস্কার জানিয়ে খামখানা হাতে নিয়ে প্রবীর চিঠিটা বের করে পড়ল,—

"ডক্টর মিত্র,

আমার প্রথম চিঠি অনুযায়ী কাজ করেননি দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। নিজের মরণ নিজেই ডেকে আনছেন। যাক্, আপনাকে আর একবার সুযোগ দিচ্ছি। আমার লোক আজ রাত্রি বারোটার সময়ে আপনার কাছে যাবে। যন্ত্রটির নির্ম্মাণ-প্রণালী তার হাতে পাঠিয়ে দেবেন। মনে রাখবেন, এই আপনার শেষ সুযোগ।

রক্তপিপাসু"

চিঠিখানা টেবলের ওপরে রেখে প্রবীর প্রশ্ন করল, "চিঠিটা কে নিয়ে এসেছিল ?"

"একটা ছোট ছেলে খামখানা নিয়ে এসেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, একজন বৃদ্ধ তার হাতে একটা টাকা দিয়ে এই ঠিকানায় তাকে চিঠিটা দিতে বলেছিল।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রবীর প্রশ্ন করল, "যন্ত্রটির নির্ম্মাণ-প্রণালী সম্বন্ধে কী স্থির করলেন অপূর্ব্ব বাবু ?"

"আপনি এ কী প্রশ্ন করছেন প্রবীরবাবু! আমার সারা জীবনের সাধনা আমি একটা দস্যুর হাতে সঁপে দেব ?"

প্রবীর মৃদুস্বরে বলল, "একটা কিছু তো ওদের হাতে তুলে দিতে হবে অপূর্ব্ববাবু!"

"অর্থাৎ? আপনি কি বলতে চান?"

"শুনুন অপূর্ব্ববাবু, ওদের ঠকাতে হবে। আপনি একটা জাল নির্ম্মাণ-প্রণালী তৈরি করে রাখুন। রক্তপিপাসুর লোক এলে সেই জাল নির্ম্মাণ-প্রণালী তাকে দেবেন। সেটা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লেই আমরা তাকে অনুসরণ করব। এবার আমার মতলবটা বুঝলেন তো অপূর্ব্ববাবু?"

অপূর্ব্ব মিত্র সোচ্ছ্বাসে বললেন, "চমৎকার যুক্তি, প্রবীরবাবু। আপনার কথামতই কাজ করব। তাহলে রাত্রে কখন আসছেন?"

"এই, ন'টা-দশটার মধ্যেই আসব। আচ্ছা, নমস্কার অপূর্ব্ব বাবু। চল্‌রে দিলীপ।"

"শুনুন প্রবীরবাবু, একটা অনুরোধ করব, কিছু যদি না মনে করেন। আজ রাত্রির আহারটা আপনাদের গরীবের এখানেই সারতে হবে কিন্তু।"

"বেশ তো, সেজন্য আর এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? তাই হবে।"

চার

অনুগত ভৃত্য

প্রবীর আর দিলীপ যথাসময়েই উপস্থিত হয়েছে। অপূর্ব্ব মিত্র বললেন, "প্রবীরবাবু, সব ঠিক করে রেখেছি। এই ঘরের এক পাশেই ছোট একটা ঘর আছে। সে ঘর থেকে আমার ঘরে আসবার দরজাও আছে একটা। আপনারা প্রয়োজন বোধ করলে সেখানে থাকতে পারেন।"

প্রবীর বলল, "ঘরটা ভাল করে দেখে আসা যাক।"

"তার আগে চলুন, ভোজন-পর্ব্বটা সমাধা করে নিই।"

পরিবেশন করতে করতে কল্পনা একসময়ে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা প্রবীরবাবু, রক্তপিপাসুকে আপনারা ধরতে পারবেন বলে আশা রাখেন ?"

মৃদু হেসে প্রবীর বলল, "না, অতটা আশা এখনো করিনা। শুনেছি, রক্তপিপাসু একজন বড় ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিক। তবুও একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?"

"আচ্ছা, রক্তপিপাসুর অনুচর কেউ এখানে আসবে বলে আপনার মনে হয় ?"

"নিশ্চয় ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রক্তপিপাসু তার কোন অনুচরকে আজ এখানে পাঠাবে। অবশ্য, সে যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করেই আসবে।"

"আচ্ছা প্রবীরবাবু, রক্তপিপাসুর যে অনুচর সেদিন ধরা পড়েছিল তার কি হল ?"

"কেন আপনি জানেন না, সে তো থানাতেই মারা গেছে।"

কল্পনা সবিস্ময়ে বলল, "মারা গিয়েছে! কি ভাবে মারা গেল ?"

এমন সময়ে বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল। প্রবীর তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, একটা সবুজ রঙের মোটরগাড়ী বাড়ীর কিছু দূরে এসে থেমেছে। একটা লোক গাড়ী থেকে নেমে এসে বাড়ীতে প্রবেশ করল।

অপূর্ব্ব বাবু তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দিলীপ আর কল্পনাকে নিয়ে প্রবীর অপূর্ব্ব বাবুর পাশের ঘরটায় প্রবেশ করল। দরজার Key-hole-এ দৃষ্টি রেখে প্রবীর দেখল, একটা লোক টলতে টলতে অপূর্ব্ববাবুর ঘরে প্রবেশ করছে। অপূর্ব্ববাবু মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, "কি চাই ?"

লোকটা প্রশ্নের কোন জবাব দিল না।

হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"এরই মধ্যে সব ভুলে গেলেন ডক্টর মিত্র ? এর হাতে নির্ম্মাণ-প্রণালীটা পাঠিয়ে দিন।"

অপূর্ব্ব মিত্র প্রশ্ন করলেন, "কে তুমি কথা বলছ ?"

আবার সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"এখনো আমাকে চিনতে পারলেন না ? আমিই রক্তপিপাসু। মিথ্যে দেরী করবেন না, তাড়াতাড়ি কাগজগুলো দিয়ে দিন।"

কণ্ঠস্বর শুনে অপূর্ব্ববাবু বুঝলেন, বক্তা বহু দূর থেকে কথা বলছে। কিন্তু এখানে শোনা যাচ্ছে কি করে? সিন্দুক খুলে জাল নির্ম্মাণ-প্রণালীটা বের করে অপূর্ব্ববাবু লোকটার হাতে দিলেন।

আবার সেই কণ্ঠস্বর—"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ডক্টর মিত্র।"

অপূর্ব্ববাবুর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে লোকটা টলতে টলতে চলে গেল। প্রবীরও পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে দূর থেকে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে লোকটা সবুজ রঙের গাড়ীটাতে চেপে বসল। গাড়ীটা কিছু দূর এগিয়ে যেতে প্রবীরও নিজের গাড়ীতে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

হঠাৎ একঝাঁক গুলি সামনের গাড়ীটা থেকে ছুটে এল। তার একটা প্রবীরের গাড়ীর সামনের চাকায় এসে বিঁধতেই গাড়ীটা কাত হয়ে গেল। কোন রকমে গাড়ী থামিয়ে প্রবীর সে যাত্রা রক্ষা পেল।

বিরাট ল্যাবরেটরীর মধ্যে একটা যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রক্তপিপাসু। তার পাশে দাঁড়িয়েছিল পাঁচ জন অনুচর।

রক্তপিপাসু বলল, "যে করেই হোক আমাদের কাজ শেষ করতে হবে। খবর পেয়েছি, কাল বিকালে 'লাইফ' জাহাজে অপূর্ব্ব মিত্র রওনা হবেন। তোমাদের মধ্যে একজন গিয়ে

জাহাজের এঞ্জিন-রুমে একটা বোমা রেখে আসবে। শঙ্কর, এ কাজের ভার তোমাকে দিচ্ছি। খুব সাবধানে কাজ করবে।”

শঙ্কর নামধারী অনুচর ধীর কণ্ঠে বলল, “মাপ করবেন স্যার, আমি পারব না। অতগুলো নিরপরাধ লোকের জীবন নষ্ট করতে আমার হাত উঠবে না।”

শঙ্করের কথায় রক্তপিপাসুর চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল। ক্রোধে চীৎকার করে উঠল সে—“মূর্খ, ভুলে গিয়েছিস তুই কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস। তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার আদেশ মেনে চলতে অস্বীকার করিস! এই, নিয়ে চল্ তো এটাকে!”

রক্তপিপাসুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চারজন অনুচর শঙ্করের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাকে টেনে নিয়ে চলল।

ল্যাবরেটরীর পাশেই ছোট একটা ঘর। ঘরের দরজা খুলে রক্তপিপাসু প্রবেশ করল। তার পেছনে শঙ্করকে নিয়ে প্রবেশ করল বাকী চারজন।

ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট যন্ত্র, কতকটা ঝাঁঝরির মত দেখতে। যন্ত্রটার দিকে একবার তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে রক্তপিপাসু বলল, “শঙ্কর, অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তোর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিচ্ছি।”

ভয়ে শঙ্করের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। রক্তপিপাসুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সে, মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না। রহমন শঙ্করের-হাত-পা বেঁধে ফেলল। শঙ্কর

কোন রকম বাধা দিতে পারল না,—নির্জ্জীবের মত পড়ে রইল। রহমন শঙ্করকে টানতে টানতে সেই বিরাট ঝাঁঝরির নীচে ফেলে রেখে এল।

রক্তপিপাসু সুইচ্ বোর্ডের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, শঙ্কর, তোর শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। "ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর্।"

সুইচ্ বোর্ডের কাছে গিয়ে রক্তপিপাসু একটা সুইচ্ টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝরির মধ্যে থেকে আগুনের ফুলকি বৃষ্টির ধারার মত শঙ্করের ওপরে বর্ষিত হতে লাগল। সামান্য আর্ত্তনাদ করার সময়ও শঙ্কর পেল না।

রক্তপিপাসু সুইচ্ বন্ধ করে দিল। ধোঁয়া সরে যেতে দেখা গেল, ঝাঁঝরির নীচে কয়লার স্তূপের মত একটা জিনিষ পড়ে রয়েছে।

রক্তপিপাসু বলল, "রহমন, জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেল। কালু, জাহাজে বোমা রেখে আসবার ভার আমি তোমাকে দিতে চাই। খুব সাবধানে কাজ করবে। এঞ্জিন-রুমেই রাখবে। মনে রেখো, জাহাজের নাম 'লাইফ'।"

কালু নতমস্তকে বলল, "আপনার আদেশ মতই কাজ করব হুজুর।"

"বেশ। তিন নম্বর কেস থেকে একটা বোমা নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়বে। আর এই রাখো পাঁচশো টাকা, প্রয়োজন মত খরচ করতে দ্বিধা করবে না।"

টাকা নিয়ে কালু বেরিয়ে গেল। কালো মুখোসধারী এক-জন দরজার পাশে আত্মগোপন করে ছিল। কালু বেরিয়ে যেতেই মুখোসধারী পকেট থেকে রিভলভার বের করে ধীরপদে ঘরে প্রবেশ করে বজ্রগম্ভীর স্বরে আদেশ করল, "সকলে মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়াও। সাবধান ডাক্তার, পকেটে হাত ঢোকাবার চেষ্টা করো না।"

কথা বলতে বলতে মুখোসধারী আরও ভেতরে ঢুকে পড়ল। তারপর বলল, "আচ্ছা ডাক্তার, 'লাইফ' এর ওপরে হঠাৎ তোমার দৃষ্টি পড়ল কেন বল তো?"

রক্তপিপাসু কোনও উত্তর দিল না। মুখোসধারী আরও এগিয়ে গেল।

এমন সময় দরজার মাথায় কালুকে দেখা গেল। ঘরে একজন রিভলভারধারী আগন্তুককে দেখে কালু প্রথমে ঘাবড়ে গেল। মুহূর্তমধ্যে সে তার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলল। ধীর, লঘুপদে সে মুখোসধারীর দিকে এগিয়ে চলল। কালুর উপস্থিতি মুখোসধারী টের পেল না।

হঠাৎ কালু পেছন থেকে মুখোসধারীর গলা টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মুখোসধারী বাঁ হাতে সজোরে কালুর কব্জি টিপে ধরল। কালুর হাত শিথিল হয়ে এল, যন্ত্রণায় চীৎকার করে পড়ে গেল সে।

এই অতর্কিত আক্রমণে মুখোসধারীর মুহূর্ত্তের অন্ত-অনস্কতার ফলে রক্তপিপাসুর তিনজন অনুচর এক সঙ্গে মুখোস-

ধারীর ওপরে লাফিয়ে পড়ল। মুখোসধারীর প্রচণ্ড ঘুসিতে একজন সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

মুখোসধারী অপর দুজনের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল। ইতিমধ্যে কালু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়েছে। আলমারি থেকে একটা কাচের বোতল বের করে পেছন থেকে সজোরে মুখোসধারীর মাথায় আঘাত করল।

মুখোসধারীর জ্ঞানহীন দেহ মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

রক্তপিপাসুর অট্টহাস্যে থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল ঘরটা।

ছয়

বিফল চক্রান্ত

জ্ঞান ফিরে পেয়ে মুখোসধারী অনুভব করল, তার হাত-পা বাঁধা এবং সে একটা গোয়ালঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। দেওয়ালে একটা বড় ঘড়ি টাঙান ছিল। ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে তিনটে বেজেছে। সর্ব্বনাশ, এতক্ষণ সে অজ্ঞান হয়ে ছিল! বিকেলের জাহাজে যে অপূর্ব্ব মিত্র চলে যাবেন! যে করেই হোক তাঁকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু আপাততঃ তার নিজের মুক্তির উপায় কি?

ঘরের চারিধার ভাল করে দেখে নিয়ে তার মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা গেল। কিছু দূরে একটা খড় কাটা বঁটি রয়েছে।

মাথার যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে মুখোসধারী খড় কাটা বঁটির দিকে গড়িয়ে চলল।

সামান্য চেষ্টাতেই সেই খড় কাটবার বঁটির সাহায্যে হাতের বাঁধন কেটে ফেলল সে। তারপর পায়ের বাঁধন খুলে উঠে দাঁড়াল। গোয়ালের দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। মুখোসধারী একটা জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। জানলাটা ধরে কিছুক্ষণ টানাটানির পর সেটা খুলে এসে একটা ছোট গর্তের সৃষ্টি করল। গর্তের মধ্য দিয়ে মুখোসধারী বহুকষ্টে বাইরে বেরিয়ে এল।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখে মুখোসধারী বুঝল সে এক গণ্ডগ্রামে এসে পড়েছে। সাবধানে এগিয়ে চলল সে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল—কিছু দূরে একটা গাছের সঙ্গে একটা ভাল ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। অতি সন্তর্পণে ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে দড়িটা খুলে দিল, তারপর ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

একটা চীৎকার শুনে পেছনে তাকিয়ে মুখোসধারী দেখল, দুটো লোক প্রাণপণে ছুটে আসছে—হাতে রিভলভার। দু'জনের রিভলভার এক সঙ্গে গর্জ্জে উঠল—গুড়ুম গুড়ুম। মুখোসধারী ততক্ষণে রিভলভারের আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়েছে।

মুখোসধারী যখন আউট্‌রাম ঘাটে গিয়ে পৌছল তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। জানা গেল, প্রায় দু'ঘণ্টা আগে

'লাইফ' ছেড়ে গিয়েছে। তাতে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অপূর্ব্ব মিত্রও আছেন। ঘাটে একটা ছোট মোটর লঞ্চ বাঁধা ছিল। লঞ্চে কোন লোকজন ছিল না। মুখোসধারী ঘোড়া থেকে নেমেই লঞ্চের ওপর লাফিয়ে পড়ল, তারপর নঙর তুলে নিয়েই পূর্ণগতিতে লঞ্চ চালিয়ে দিল। ঘাটে তখন বেশ খানিকটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে।

রক্তপিপাসুর ল্যাবরেটরীর এক অংশে রক্তপিপাসু এবং তার দুই অনুচর—কালু এবং রহমনকে দেখা গেল। রক্তপিপাসুর সামনে রেডিওর মত একটি যন্ত্র পড়ে ছিল। যন্ত্রটির ওপরে একটি সাদা পর্দ্দা।

রক্তপিপাসু যন্ত্রটি চালিয়ে একটি চাবি ঘোরাতে লাগল। সাদা পর্দ্দার ওপর ফুটে উঠল একটি চলমান জাহাজের ছবি। জাহাজের নাম দেখা গেল 'লাইফ'। জল কেটে ছুটে চলেছে 'লাইফ'।

রক্তপিপাসু পৈশাচিক হাসি হেসে বলে উঠল, "আর মাত্র দশ মিনিট, তারপর 'লাইফ' টুকরো টুকরো হয়ে তলিয়ে যাবে।"

কথা শেষ করে রক্তপিপাসু আবার ছবির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। কিছুক্ষণ কেটে গেল; নির্ভয়ে ছুটে চলেছে 'লাইফ'। আর মাত্র পাঁচ মিনিট—তারপর······কিন্তু ...একি !

হঠাৎ 'লাইফ'এর প্রায় একশো গজ দূরে একটি মোটর লঞ্চ দেখা গেল।

রক্তপিপাসু চমকে উঠল, "একি! মোটর লঞ্চ এল কোথা থেকে? লঞ্চের চালক যে সেই মুখোসধারী! তবে কি সে বন্দীশালা থেকে পালিয়েছে?"

কেউই কোন কথা বলল না, উৎসুক নেত্রে ছবির দিকে তাকিয়ে রইল।

মোটর লঞ্চ 'লাইফ' এর পাশেপাশেই চলল। হঠাৎ দেখা গেল, অপূর্ব্ব মিত্র মুখোসধারীর লঞ্চে লাফিয়ে পড়লেন। লঞ্চটা পূর্ণ গতিতে জাহাজের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

আর মাত্র এক মিনিট। তারপরেই হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে 'লাইফ' টুকরো টুকরো হয়ে তলিয়ে গেল। মুখোসধারীর মোটর লঞ্চ তখন জাহাজের অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

রক্তপিপাসুর মুখে ফুটে উঠল কুটিল হাসি। আপন মনেই বলে উঠল,—"আমার কবল থেকে এত সহজে নিস্তার পাবেনা তোমরা।"

সাত

টাইম বোমা

রাত্রি তখন গভীর।

অপূর্ব্ব মিত্রের চোখে আজ ঘুম নেই। তিনি ভাবছিলেন কি করে খুব তাড়াতাড়ি যন্ত্রটির নির্ম্মাণ-প্রণালী সরকারের হাতে তুলে দেওয়া যায়। তিনি বুঝেছিলেন, যন্ত্রটির জন্য

যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁকে বিপদে পড়তে হতে পারে। নির্ম্মাণ-প্রণালীটি সরকারের হাতে তুলে দিতে পারলে সেটা নিরাপদে থাকবে এবং তিনি নিজেও বিপদমুক্ত হতে পারবেন।

অপূর্ব্ব মিত্র শয্যা ছেড়ে বারান্দায় উপস্থিত হলেন। হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ ভেসে এল—তিনি শব্দ লক্ষ্য করে রাস্তার পানে তাকালেন। দেখলেন একটা মোটরকার তাঁর বাড়ীর ফটকে থামল। মোটর থেকে একটি লোক নেমে এসে দরজায় আঘাত করতে লাগল।

এত রাতে একটি লোককে দরজায় আঘাত করতে দেখে অপূর্ব্ব মিত্র চিন্তিত হলেন। রক্তপিপাসুর কথা মনে হতেই ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ফোন তুলে নিলেন,—"পি, কে ০০০২৫০ ...হ্যালো...প্রবীরবাবু আমি অপূর্ব্ব মিত্র...কথা বলছি...যে কোন মূহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা করছি...হ্যাঁ আমার বাড়ীর কিছু দূরে মোটর থামিয়েছে...একটি লোক আমাদের দরজা ঠেলছে। না...একমাত্র দরোয়ান ভিন্ন আর কোন লোক নেই।... হ্যাঁ, আমার বাড়ীর পেছন দিকে একটা পথ আছে। আপনি এখনি আসছেন তো?...আচ্ছা তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনার ওপরেই নির্ভর করে রইলাম।...নমস্কার।"

অপূর্ব্ব মিত্র ফোন রেখে দিলেন। এমন সময়ে কল্পনা ব্যস্তপদে প্রবেশ করল। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল,—"এত রাতে কে দরজা ঠেলছে বাবা? ওরা কে, অত জোরেই বা দরজা ধাক্কাচ্ছে কেন?"

মৃদুস্বরে অপূর্ব্ব মিত্র বললেন,—“ওরা কে ঠিক বলতে পারিনা। তবে আমার ধারণা, ওরা রক্তপিপাসুর অনুচর। তা হলেও কোন ভয় নেই মা; প্রবীর বাবুকে ফোন করেছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন।”

দরোয়ান রাম সিং হাঁপাতে হাঁপাতে উপস্থিত হল,—“হুজুর, কে একটা লোক দরজা ধাক্কাচ্ছে, জিজ্ঞাসা করলে কোন উত্তর দেয় না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত দরজা ভেঙে পড়বে। ওরা ভীষণভাবে ধাক্কা মারছে।”

অপূর্ব্ব মিত্র বললেন, ‘তুমি এখনি নীচে চলে যাও রাম সিং, দরজা চেপে রাখতে পার কিনা দেখ। ফোন করেছি, কিছু-ক্ষণের মধ্যেই লোক চলে আসবে।”

বিনা বাক্যে রাম সিং প্রভুর আদেশ পালন করতে ছুটল। এমন সময়ে দরজা ভেঙে পড়ার একটা শব্দ শোনা গেল, পরমুহূর্ত্তে ভেসে এল কয়েকটা গুলির আওয়াজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি লোক টলতে টলতে ঘরে প্রবেশ করল।

অপূর্ব্ব মিত্র রিভলভার বের করবার জন্য পকেটে হাত ঢোকাতেই পূর্ব্বপরিচিত কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—“রিভলভার বের করবার চেষ্টা করবেন না ডক্টর মিত্র, সাবধান! আমার লোকটির দেহে গুলি লাগলে মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনার বাড়ী ধ্বংস হয়ে যাবে। আপনি আমায় জাল নির্ম্মাণ-প্রণালী দিয়ে প্রতারিত করেছেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করছেন

আপনি। ভাল চান তো এক্ষুনি আসল নির্ম্মাণ-প্রণালীটা আমার লোকের হাতে দিয়ে দিন।”

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপূর্ব্ব মিত্র অতি ধীর পায়ে সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেলেন। সিন্দুকের কাছে গিয়ে তিনি চুপ করে দাঁড়ালেন—প্রবীরের আসতে আর কত দেরী?

আবার কর্কশ স্বর শোনা গেল,—“দেরী করবেন না ডক্টর মিত্র, তাতে আপনার বিপদ বাড়বে।”

অপূর্ব্ব মিত্র সিন্দুক খুলে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলেন।

—“মিথ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করছেন ডক্টর মিত্র। ওপরের তাকেই নির্ম্মাণ-প্রণালীটা রয়েছে।”

অপূর্ব্ব মিত্র বিস্ময়বোধ করলেন, রক্তপিপাসু কি এখানকার সব কিছু দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছে! আসল নির্ম্মাণ-প্রণালীটা হাতে নিয়ে তিনি রক্তপিপাসুর লোকটির দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। হঠাৎ একটা মৃদু শব্দে তাকিয়ে দেখলেন, অন্য দরজাটার ধারে প্রবীর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আবার সেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—“মিছে দেরী করছেন ডক্টর মিত্র, কোন সাহায্য পাবার আশা ছেড়ে দিন। আপনাকে কেউই আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। নির্ম্মাণ-প্রণালীটা দিতে বিলম্ব করলে আপনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমার প্রেরিত লোকটির বুকের কাছে একটি সাংঘাতিক ধরণের বোমা রাখা আছে। আমার আদেশ পালন না করলে ঠিক দু'টোর সময়ে বোমাটা ফাটিয়ে দিতে বাধ্য হব।”

ঘরের মধ্যে এক অপরিচিত লোককে দেখে এবং অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শুনে প্রবীর থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘড়িতে দু'টো বাজতে তখনও পাঁচ মিনিট বাকি। প্রবীর বুঝল, এই লোকটির পোষাকের অভ্যন্তরে এমন এক যন্ত্র লুকোন আছে যার সাহায্যে রক্তপিপাসু ঘরের কিছুটা অংশ দেখতে পাচ্ছে। তাই সে আরও খানিকটা পেছিয়ে গেল।

অপূর্ব্ব মিত্রের কিংকর্ত্তব্যভাব দেখে প্রবীর এক টুকরো কাগজে বড় বড় হরফে লিখল, "সব শুনেছি, ভয় পাবেন না। লোকটির হাতে নির্ম্মাণ-প্রণালীটা দিয়ে দিন, আমি আছি।"

অপূর্ব্ব মিত্র লেখাটা পড়ে লোকটির হাতে নির্ম্মাণ-প্রণালীটা তুলে দিলেন। আবার সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—"আপনিও এর সঙ্গে চলে আসুন, দেরী করবেন না।"

অপূর্ব্ব মিত্র প্রবীরের দিকে তাকালেন। প্রবীর ইঙ্গিতে জানাল,—"আপনি যান, আমি আছি।"

অপূর্ব্ব মিত্র লোকটির সঙ্গে সঙ্গে চললেন। প্রবীরও কিছুটা দূরত্ব রেখে ঘড়ি দেখতে দেখতে তাদের অনুসরণ করল।

লোকটি ইতিমধ্যে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়েছে—অপূর্ব্ব মিত্রও তার পেছনে পেছনে চলেছেন। ঘড়িতে তখন দু'টো বাজতে এক মিনিট বাকী। প্রবীর প্রস্তুত হয়ে নিল।

আর মাত্র দশ সেকেণ্ড দেরী। লোকটা তখন বাগানে নেমেছে। কিছু দূরেই একটি মোটর দাঁড়িয়ে ছিল, লোকটি টলতে টলতে সেই দিকে চলল।

ঠিক দু'টো বাজবার মুখেই প্রবীর হঠাৎ লোকটার কাছে এসে তার বুকের কাছ থেকে একটা গোলাকার পদার্থ বার করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর অপূর্ব্ব মিত্রকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে প্রবীর নিজেও মাটিতে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল।

নিজেকে সামলে নিয়ে প্রবীর উঠে দাঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে মোটর থেকে দু'টি লোক বেরিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করল। তাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য প্রবীর রিভলভার বের করবার চেষ্টা করল। একজন প্রবীরের গলা টিপে ধরল। হঠাৎ প্রবীর পা তুলে লোকটির পেটে সজোরে একটা লাথি বসিয়ে দিল। আচমকা আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে অপরজন প্রবীরকে আক্রমণ করল। প্রচণ্ড আঘাত হজম করে প্রথম লোকটি ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। একটি ছোরা বার করে সে প্রবীরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। অপূর্ব্ব মিত্র উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম লোকটির হাতের ওপরে একটা ঘূসি বসিয়ে দিলেন। লোকটার হাত থেকে ছোরাটা কিছুদূরে ছিটকে পড়ল। লোকটা খালি হাতেই অপূর্ব্ব মিত্রকে আক্রমণ করল।

প্রবীর দ্বিতীয় লোকটিকে সজোরে কয়েকটা ঘুসি মারতেই সে প্রবীরের হাত ছাড়িয়ে গাড়ীটার দিকে ছুটে গেল। প্রথম লোকটিও অপূর্ব্ব মিত্রকে ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় লোকটিকে অনুসরণ করল। দু'জনে গাড়ীতে লাফিয়ে উঠেই গাড়ী চালিয়ে দিল।

প্রবীর রিভলভার বার করে টায়ার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু গুলি ব্যর্থ হল।

রক্তপিপাসুর প্রেরিত লোকটি কিছু দূরে পড়েছিল। প্রবীর পরীক্ষা করে দেখল লোকটির দেহে প্রাণ নেই।

আট

শত্রুর হাতে

আজ অপূর্ব্ব মিত্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রটি পরীক্ষা করা হবে। প্রবীর দিলীপকে নিয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হয়েছে। একটি ছোট বিমানে যন্ত্রটি বসানো হয়েছে। বিমানের একস্থানে কয়েকটি ছোট বোমা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

অপূর্ব্ব মিত্র বললেন,—"প্রবীরবাবু আপনাকে একটা অনুরোধ করব। আমার এই যন্ত্রটি পরীক্ষার ভার আপনাকে দিতে চাই। আপনার যদি আপত্তি না থাকে…"

বাধা দিয়ে প্রবীর বললে,—"আমার কোন আপত্তি নেই। এ তো গৌরবের কথা। আমায় কি করতে হবে বলুন।"

—"শুনেছি আপনি বিমান চালাতে জানেন। আপনি বিমানটি চালিয়ে আকাশে তুলবেন। তারপর আপনাকে সঙ্কেত জানিয়ে আমার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে বিমানটি চালনার ভার গ্রহণ করব। আপনি তখন চুপচাপ বসে থাকবেন।"

—"আপনার বিমানে যেতে আমি সম্মত আছি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈমানিকের বেশে প্রবীর বিমানে আরোহণ করল। সকলকে বিদায় জানিয়ে প্রবীর বিমান চালিয়ে দিল।

অপূর্ব্ব মিত্র দিলীপ এবং কল্পনাকে সঙ্গে করে বাড়ী ফিরলেন। ল্যাবরেটরীতে একটি বৃহদাকার রেডিওর মত যন্ত্রের সামনে উপস্থিত হলেন তাঁরা। যন্ত্রটির ওপরে একটি সাদা কাচের পর্দ্দা লাগানো ছিল।

অপূর্ব্ব মিত্র যন্ত্রের একটি চাবি ঘোরাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সাদা পর্দ্দার ওপরে একটি ছবি ফুটে উঠল। দেখা গেল প্রবীর বিমান চালিয়ে চলেছে।

অপূর্ব্ব মিত্র মৃদুস্বরে বললেন,—"এবার আমি বিমানটি আমার ইচ্ছামত চালনা করব।"

কথার শেষে তিনি সঙ্কেত দিয়ে একটি চাবি টিপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বিমানটি সোজা ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। আর একটি চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে অপূর্ব্ব মিত্র বললেন,—"বিমানটি সহরের বাইরে গিয়ে পড়েছে। এবার দেখুন।"

বিমানটি হঠাৎ বোমারু বিমানের মত সোজা নীচে নেমে আসতে লাগল। অপূর্ব্বমিত্র চকিতে অপর একটি চাবি টিপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিমানটি আবার সোজা ওপরে উঠে গেল।

হঠাৎ পর্দ্দার ওপর আর একটি বিমানের ছবি ফুটে উঠল। বিমানটি থেকে প্রবীরের বিমানের ওপর মেশিনগানের গুলি

বর্ষিত হতে লাগল। অপূর্ব্ব মিত্র তাড়াতাড়ি বিমানের নিয়ন্ত্রণের ভার প্রবীরের হাতে ছেড়ে দিলেন।

প্রবীর বিমানের গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দিল। দ্বিতীয় বিমানটিও সমান তালে গুলি বর্ষণ করতে লাগল। হঠাৎ মেশিনগানের একটা গুলি প্রবীরের বিমানের পেট্রোল ট্যাঙ্কে গিয়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোল ট্যাঙ্কে আগুন লেগে গেল।

যন্ত্রটি বন্ধ করে অপূর্ব্ব মিত্র তক্ষুনি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নির্জ্জন পথ দিয়ে অপূর্ব্ব মিত্র দ্রুত গাড়ী হাঁকিয়ে চলেছিলেন। ভাবছিলেন, প্রবীরের যদি কোন বিপদ হয়ে থাকে তবে তিনিই তার জন্যে দায়ী হবেন।

বিপরীত দিক থেকে আর একটি মোটর কার বিদ্যুৎগতিতে ছুটে আসছিল। অপূর্ব্ব মিত্র মোটরটি পথের এক পাশে সরিয়ে নিলেন। তবুও বিপরীতগামী মোটরটির আঘাতে অপূর্ব্ব মিত্রের মোটর উল্টে গেল। প্রচণ্ড আঘাতে অপূর্ব্ব মিত্র জ্ঞান হারালেন। বিপরীতগামী মোটরটি সহসা থেমে পড়ল। ভেতর থেকে দু'জন লোক নেমে এসে ওল্টানো গাড়ী থেকে অপূর্ব্ব মিত্রের অচেতন দেহ বার করে মোটরে তুলে নিল।

নয়

মৃত্যুবাণ

জ্ঞান ফিরে আসতে অপূর্ব্ব মিত্র চোখ মেলে চেয়ে দেখলেন, সম্মুখে একটি বিকট আকৃতির লোক বসে রয়েছে। তার দুই পাশে চারজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। অপূর্ব্ব মিত্র বুঝলেন, চেয়ারে আসীন বিকট আকৃতির লোকটি রক্তপিপাসু এবং অপর চার জন তার অনুচর।

অপূব্ব মিত্রকে চোখ মেলতে দেখে রক্তপিপাসু বলল,—"এখন কেমন বোধ করছেন ডক্টর মিত্র?"

রক্তপিপাসুর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অপূর্ব্ব মিত্র প্রশ্ন করলেন,—"আমি এখানে কেন?"

"আপনি স্বেচ্ছায় আসেন নি ডক্টর মিত্র, আপনাকে জোর করে এখানে ধরে আনা হয়েছে।"

"আমায় এভাবে জোর করে ধরে আনার অর্থ?"

বক্তপিপাসুর চোখ দুটি জ্বলে উঠল, বলল,—"আমায় আপনি দু' দু'বার ঠকিয়েছেন, সেই জন্য এবার আপনাকে ধরে আনবার প্রয়োজন হল।"

বিবর্ণ মুখে অপূর্ব্ব মিত্র প্রশ্ন করলেন,—"তোমরা···তোমরা কি আমায় খুন কববে?"

মাথা নেড়ে রক্তপিপাসু বলল,—"প্রয়োজন হলে আপনাকে খুনও করা হতে পারে। শুনুন, আপনার নতুন যন্ত্রটি আমায়

প্রস্তুত করে দিতে হবে। সেই জন্য আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি। আশা করি যন্ত্রটি প্রস্তুত করে দিতে রাজি আছেন?"

অপূর্ব্ব মিত্র সবেগে মাথা নেড়ে বললেন,—"কিছুতেই না। তোমার মত শয়তানের হাতে কিছুতেই ও জিনিষ তুলে দিতে পারব না।"

বাঁকা হাসি হেসে রক্তপিপাসু বলল, "তাহলে আপনাকে একটু জোর করতে বাধ্য হব। যন্ত্রটি প্রস্তুত করে দিতে রাজি না হলে আপনার মেয়েকে এখানে ধরে আনা হবে এবং আপনারই চোখের সামনে তার শরীর থেকে একটু একটু করে মাংস কেটে নেওয়া হবে। তখনও কি আপনি যন্ত্রটি প্রস্তুত না করে দিয়ে থাকতে পারবেন? ভুলবেন না, স্বার্থের খাতিরে আমরা সব কিছুই করতে পারি। বাপের চোখের সামনে মেয়ের দেহ থেকে মাংস কেটে নেওয়া, হা···হা···হা···"

মূর্ত্তিমান শয়তানের মত রক্তপিপাসু অট্টহাসি করে উঠল। সেই পৈশাচিক হাসিতে অপূর্ব্ব মিত্র শিউরে উঠলেন।

রক্তপিপাসু আবার প্রশ্ন করল,—"বলুন ডক্টর মিত্র, আমার কথায় সম্মত আছেন কি না?"

রক্তপিপাসুর পূর্ব্বেকার কথা স্মরণ করে অপূর্ব্ব মিত্রের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। তাড়াতাড়ি বললেন, —"না···না আমি তোমার কথাতেই রাজি আছি—আমি তোমায় একটি যন্ত্র প্রস্তুত করে দিয়ে যাব। কিন্তু এখানে প্রস্তুত করব কি করে? আর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিই বা কোথায়?"

—"মত পরিবর্ত্তনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর মিত্র। ঘাবড়াবেন না, আপনাকে এই ঘরটাই ছেড়ে দেব। এখানেই প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিষ পাবেন। আপনার যা যা প্রয়োজন হবে, এদের কাউকে বলবেন। এরাই সব কিছু সংগ্রহ করে এনে দেবে।"

—"আচ্ছা আমার যা যা প্রয়োজন লিখে দিচ্ছি।"

একখণ্ড কাগজে অপূর্ব্ব মিত্র কয়েকটি জিনিষের নাম লিখে দিলেন। কাগজটি নিয়ে তিনজন বেরিয়ে গেল। একজন অনুচর সেখানেই পাহারা দিতে লাগল।

রক্তপিপাসু বলল,—"আপাতত চললাম ডক্টর মিত্র। আমার একজন অনুচর এখানেই রইল। সুতরাং কোনরকম গোলমাল করবার চেষ্টা করবেন না। পালাবার চেষ্টা করলে বা কোনরকম গোলমাল করলে আপনার মেয়েকে এখানে ধরে আনতে বাধ্য হব।—সমীর, এঁর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে, কোন-রকম গোলমাল করলেই আমায় সংবাদ দেবে।"

রক্তপিপাসু বেরিয়ে গেল। সমীর রিভলভার বের করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ কেটে গেল।

এক সময়ে অপূর্ব্ব মিত্র মৃদুস্বরে বললেন,—"হাজার পাঁচেক টাকা রোজগার করতে চাও সমীর?"

সমীর সবেগে মাথা নেড়ে বলল,—"না···না, আপনি আমায় টাকার লোভ দেখাবেন না। আমার টাকার কোন প্রয়োজন নেই। দয়া করে চুপ করুন, না হলে কর্ত্তাকে খবর দিতে বাধ্য হব।"

অপূর্ব্ব মিত্র দরদভরা কণ্ঠে বললেন,—"এখন হয়ত তোমার টাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি এক শয়তানের দলে কাজ করছ; ধরা পড়লে ফাঁসি বা দ্বীপান্তর হবে। তোমার নিশ্চয় স্ত্রী-পুত্র আছে। তোমার অবর্ত্তমানে তাদের কি হবে ভেবে দেখেছ? তাদের হয়ত পথে পথে ভিক্ষা করে বাঁচতে হবে। আমার কথামত কাজ কর, আমি তোমায় বাঁচবার সুযোগ করে দেব। ভাল চাকরীও পাবে।"

—"আপনি···আপনি এসব কি বলছেন?"

—"আমি সত্য কথাই বলছি সমীর। আমার সঙ্গে তুমি যাবে?"

সমীর ম্লান মুখে বলল,—"বাঁচবার আমার কোন উপায়ই নেই স্যার। আমি রক্তপিপাসুর দাস। যেখানেই যাই না কেন, রক্তপিপাসুর হাত থেকে নিস্তার পাব না। কেউই তার কবল থেকে আমায় উদ্ধার করতে পারবে না।"

তারপর জামা খুলে ফেলে আবার বলল,—"বুকে বাঁধা এই কালো বাক্সটাই আমায় রক্তপিপাসুর ক্রীতদাস করে রেখেছে। এই অবস্থায় পালানোও নিরাপদ নয়। কারণ আমি যেখানেই যাই না কেন এই বাক্সের সাহায্যে রক্তপিপাসু জানতে পারবে। অথচ বাক্সটা খুলতে গেলেও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

অপূর্ব্ব মিত্র কিছুক্ষণ ধরে বাক্সটি পরীক্ষা করে সহসা বলে উঠলেন,—"হয়েছে সমীর, আমিই তোমায় ঐ বাক্সের বিপদ থেকে উদ্ধার করব। তাড়াতাড়ি টেবিলের কাছে এগিয়ে এস।"

সমীর অপূর্ব্ব মিত্রের আদেশ পালন করল। টেবিলের ওপর একটা বিদ্যুৎ-বিকর্ষণকারী যন্ত্র পড়েছিল, অপূর্ব্ব মিত্র সেটা তুলে এনে সমীরের কাছে রাখলেন। তারপর যন্ত্রটা চালু করে দিলেন। বিদ্যুৎ-বিকর্ষণকারী যন্ত্র থেকে কালো বাক্সটার ওপর বিদ্যুৎ বিকর্ষিত হতে লাগল।

পাঁচ মিনিট কেটে গেল। কালো বাক্সটার রঙ্ ধীরে ধীরে সাদা হয়ে এল। অপূর্ব্ব মিত্র যন্ত্রটা খুলতে খুলতে বললেন,—"আর তোমার ভয় নেই সমীর, এখন থেকে রক্তপিপাসুর কোন জোর তোমার ওপরে থাকবে না।"

হঠাৎ বাইরে কার পদশব্দ শোনা গেল। ভয়ে সমীরের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল; কম্পিত কণ্ঠে বলল,—"বোধহয় রক্ত-পিপাসু আসছে।"

অপূর্ব্ব মিত্র চকিতে সমীরের হাত থেকে রিভলভারটা তুলে নিয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। ঘরের দরজা ঠেলে প্রবেশ করল রক্তপিপাসু।

অপূর্ব্ব মিত্র রিভলভার বাগিয়ে গর্জ্জে উঠলেন,—"সাবধান রক্তপিপাসু, মাথার ওপরে হাত তুলে দাঁড়াও।"

রক্তপিপাসু চমকে অপূর্ব্ব মিত্রের দিকে ফিরে তাকাল। সমীরকে সেই অবস্থায় দেখে তার চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে উঠল। মাথার ওপরে হাত তুলে সে পিছু হটতে হটতে অস্ফুট স্বরে বলল,—"বিশ্বাসঘাতককে কোন দিনই ক্ষমা করিনি, আজও করব

না। বিশ্বাসঘাতকের যোগ্য শাস্তিই তুমি পাবে সমীর।”

অপূর্ব্ব মিত্র বললেন,—“আমি সমীরকে মুক্ত করেছি, আমিই তাকে রক্ষা করব। খবর্দ্দার, আর পিছু হটবার চেষ্টা করলে গুলি করতে বাধ্য হব।”

বিকট হেসে রক্তপিপাসু বলল,—“আমার কবল থেকে সমীরকে রক্ষা করবার ক্ষমতা কারও নেই। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ওকে ভোগ করতেই হবে।”

রক্তপিপাসু অকস্মাৎ দেওয়ালের ধারে উপস্থিত হয়ে একটা সুইচ টিপে দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। অপূর্ব্ব মিত্র গুলি ছুঁড়লেন। রক্তপিপাসুর মাথার ওপর দিয়ে গুলি চলে গেল। অপূর্ব্ব মিত্র আবার ঘোড়া টানলেন। খট্ করে শব্দ হল মাত্র, গুলি বেরুল না। দেখলেন, রিভলভারে গুলি নেই।

সমীরের ভয়ার্ত্ত চীৎকারে অপূর্ব্ব মিত্র পেছনে ফিরে দেখলেন, ঘরের অপর একটি দরজা খুলে গিয়েছে এবং সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করছে একটি যন্ত্রচালিত লৌহমানব।

ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দে লৌহমানবটি ধীরে ধীরে সমীরের দিকে এগিয়ে চলল। সমীর পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না; আতঙ্কে পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে রইল। লৌহমানবটি সহসা সমীরকে আলিঙ্গন করল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল সমীর। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র, তারপরই সমীরের কণ্ঠ নির্ব্বাক হয়ে গেল।

রক্তপিপাসু আর একটি সুইচ টিপে দিল। সমীরের প্রাণহীন দেহ মাটিতে ফেলে দিয়ে লৌহমানবটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অপূর্ব্ব মিত্র এতক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে ছিলেন। এবার ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলেন, "সমীর···সমীর!"

পৈশাচিক হাসি হেসে রক্তপিপাসু বলল,—"আপনার সমীর আর কথা কইবে না, ডক্টর মিত্র।"

"তবে কি সমীর···"

"হ্যাঁ ডক্টর মিত্র, সমীরের মৃত্যু হয়েছে তীব্র বৈদ্যুতিক স্পর্শে। আমার নির্ম্মিত ঐ লৌহমানব যন্ত্রের সাহায্যেই চালিত হয়। লৌহমানবটাকে তখন একটি পাওয়ার হাউস বললেই চলে। ওর দেহে উৎপন্ন হয় অতি তীব্র বৈদ্যুতিক শক্তি, যার সংস্পর্শে এলে যে কোন প্রাণী মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। সুতরাং মিথ্যে পালাবার চেষ্টা করলে কি অবস্থা হবে, বুঝতেই পারছেন বোধহয়?"

রক্তপিপাসুর তিনজন অনুচর অপূর্ব্ব মিত্রের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। রক্তপিপাসু বলল, "ডক্টর মিত্র, আপনি যা যা চেয়েছিলেন সবই এসেছে। এখন আপনি কাজ আরম্ভ করুন। কালু, তোমরা এখানে পাহারায় থাক। বিশ্বাসঘাতকতা করলে সমীরের মত অবস্থা হবে, সাবধান।"

দশ

বিনিয়ন্ত্রিত বিমান

অপূর্ব্ব মিত্র সেদিন যন্ত্রটির নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ করে রক্ত-পিপাসুর হাতে তুলে দিলেন। রক্তপিপাসু যন্ত্রটি পর্য্যবেক্ষণ করে বলল, "যন্ত্রটির কোন দোষ নেই তো ডক্টর মিত্র? যন্ত্রটিতে কোনরকম ভুল থাকলে আপনার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।"

"অপূর্ব্ব মিত্র বললেন, "যন্ত্রে কোন গোলমাল নেই, এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। এবার আমায় মুক্তি দাও।"

মৃদু হেসে রক্তপিপাসু বলল,—"আপনি এত তাড়াতাড়ি মুক্তিলাভের আশা করেন ডক্টর মিত্র! আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজনে লাগবে। সুতরাং এখন আপনাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। মুক্তিলাভের আশা ত্যাগ করুন।"

রক্তপিপাসু ডাকল, "কালু···কালু!"

অনুচর কালু প্রবেশ করল। রক্তপিপাসু গম্ভীর স্বরে বলল, "কালু, কাল ভোরে দমদম্ বিমান-বন্দর থেকে একখানা যাত্রীবাহী বিমান সিঙ্গাপুরে যাত্রা করবে। তুমি আজ রাত্রেই ছদ্মবেশে সেখানে চলে যাও। এই যন্ত্রটি যাত্রীদের আসনের নীচে লাগিয়ে রেখে আসবে। খুব সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে।—এই বিমানটির ওপরই আপনার যন্ত্রটি পরীক্ষা করা হবে ডক্টর মিত্র।"

কালু যন্ত্রটি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

* * * *

কাজ শেষ করে কালু যখন ফিরে এল তখন প্রায় ভোর পাঁচটা। রক্তপিপাসু কালুর প্রতীক্ষা করছিল। প্রশ্ন করল, "ঠিক জায়গায় লাগিয়ে রেখে এসেছ তো ?"

কালু উত্তর দিল, "হ্যাঁ হুজুর! আপনার কথামত যন্ত্রটি যাত্রীদের আসনের নীচেই লাগিয়ে রেখে এসেছি।"

"কোন্ সারিতে ?"

"বাঁ দিকের দ্বিতীয় সারিতে।"

"কেউ জানতে পারেনি তো ?"

"কেউ না।"

"বিমানটা ঠিক ছ'টায় ছাড়বে, এখন সওয়া পাঁচটা। আমি একটু বিশ্রাম করব। সময় হলে আমায় জানিয়ে দেবে। এখন যাও।"

এক কালো মুখোসধারী সকলের অলক্ষ্যে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সবই শুনছিল। কালু ঘর থেকে বেরুবার পূর্ব্বেই মুখোসধারী সেখান থেকে সরে পড়ল। যে করেই হোক রক্তপিপাসুর এই আয়োজন ব্যর্থ করে দিতে হবে। এই স্থানটি দমদম্ বিমান বন্দর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। যে প্রকারেই হোক বিমানটা ছাড়বার পূর্ব্বে সেখানে উপস্থিত হতে হবে। ফোন করতে পারলে হত। কিন্তু এই পল্লী-অঞ্চলে ফোন কোথায় ?

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। পথে তখনও ভালভাবে লোক চলাচল শুরু হয়নি। এতটা পথ হেঁটে যাওয়া তো সম্ভব নয়! কিন্তু উপায় কি? হঠাৎ মুখোসধারীর নজরে পড়ল, একটা লোক সাইকেল চালিয়ে আসছে। লোকটা পথের ধারে সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ে দাঁতনের জন্য উপযুক্ত ডালের সন্ধান করতে লাগল।

মুখোসধারী এক মুহূর্ত্তে তার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলল। কাছে গিয়ে হঠাৎ সেই সাইকেলে চেপে বসে মুখোসধারী প্রাণপণ শক্তিতে প্যাড্‌ল করতে লাগল। সাইকেল চুরি যাচ্ছে দেখে লোকটি ভীষণ চীৎকার জুড়ে দিল। কিন্তু মুখোসধারী তখন তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

* * * *

প্রবীর দম্‌দম্‌ বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত হয়ে জানতে পারল, বিমানটা মাত্র পনের মিনিট আগে ছেড়ে গিয়েছে। বিশিষ্ট যাত্রী সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যবসায়ী বিমলাপ্রসাদের বিশেষ অনুরোধে দশ মিনিট দেরীতে ছেড়েছে।

নিরুপায় হয়ে প্রবীর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে হল, ওয়্যারলেস্‌ করে বিমানের চালককে সাবধান করে দিলে কেমন হয়? প্রবীর তাড়াতাড়ি ওয়্যারলেস্‌ করবার ব্যবস্থা করতে গেল।

কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে এবং বিমানটার সম্ভাব্য বিপদের কথা জানিয়ে প্রবীর ওয়্যারলেস্‌ করবার অনুমতি

পেল। ওয়্যারলেস্ অপারেটর কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বলল, "বিমানটা থেকে আমাদের ডাকের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় বিমানটা কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে। আচ্ছা আমরা চারিদিকে খবর পাঠাচ্ছি।"

অনেক চেষ্টায় প্রবীর একটি ছোট বিমান সংগ্রহ করল। বিমান আকাশে উড়ে চলল।

* * * *

যাত্রীবাহী বিমানটি চলেছে। চালক এক সময়ে লক্ষ্য করল, বিমানের গতিবেগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হচ্ছে এবং বিমানটি ঘনঘন দিক পরিবর্ত্তন করছে। চালক চেষ্টা করেও বিমানের গতিবেগ আয়ত্বে আনতে পারল না। স্টিয়ারিং ঘোরাতে গিয়ে দেখল, স্টিয়ারিং অকেজো হয়ে গেছে। তবে কি বিমানের ইঞ্জিনে কোন দোষ হয়েছে? চালক চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? ভাল করে পরীক্ষা করেই তো বিমানটা ছাড়া হয়েছে!

বিমানটি কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে, কখনও বা ঘুরপাক খেয়ে ওপর থেকে নীচে নামতে লাগল। প্রথম চালক দ্বিতীয় চালককে বিমানটির বিপদের কথা জানিয়ে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে বলল।

কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় চালক এসে জানাল, ওয়্যারলেস যন্ত্রটি সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গিয়েছে, সংবাদ প্রেরণ করা গেল না। প্রথম চালক বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ল। কোন প্রকার সাহায্য না

পাওয়া গেলে যাত্রীদের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হবে না, কারণ যে কোন মুহূর্তে বিমানটি মাটিতে আছড়ে পড়তে পারে।

বিমানটি বিনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আকাশের বুকে ঘুরপাক খেতে লাগল। হঠাৎ প্রথম চালক লক্ষ্য করল, আর একটি বিমান তাদের বিমানের দিকে এগিয়ে আসছে। দ্বিতীয় বিমানটিকে বিপদের কথা জানাবার কোন উপায়ই প্রথম চালক ভেবে পেল না। দ্বিতীয় বিমানটি কিন্তু কাছে না এসে অনেকটা উঁচুতে উঠে গেল। প্রথম চালক এক সময়ে দেখল, দ্বিতীয় বিমান থেকে আলোর সঙ্কেত পাঠান হচ্ছে। দ্বিতীয় চালক তাড়াতাড়ি সঙ্কেত-গুলি টুকে নিয়ে পড়ল, 'যাত্রীদের আসনের নীচে,···বাঁ দিকের দ্বিতীয় সারির আসনের নীচে যন্ত্র·· তুলে ফেলে দাও···বন্ধু।'

দ্বিতীয় চালক অনুসন্ধান করে আসনের নীচে একটি ছোট যন্ত্র দেখতে পেল। সে একলা যন্ত্রটা খুলতে পারল না দেখে বিমলাপ্রসাদ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। দু'জনের মিলিত-চেষ্টায় যন্ত্রটি উঠে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটির ভেতর থেকে খানিকটা আগুনের ফুল্‌কি বেরিয়ে এল, তার অধিকাংশই বিমলাপ্রসাদের মুখে লাগল। তিনি সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেন। বিমানের ডাক্তার তাঁর তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত হলেন।

যন্ত্রটি উঠিয়ে ফেলায় বিমানটি আবার ভালভাবে চলতে লাগল। প্রথম চালক দ্বিতীয় চালকের সঙ্গে পরামর্শ করে বিমানটি দমদমে ফিরিয়ে নিয়ে চলল।

প্রবীরের বিমানটিও দমদম্ অভিমুখে ফিরে চলল।

এগার

ছদ্মবেশী

দমদমে প্রথম বিমানটি পৌঁছল। বিমান ঘাঁটিতে একটি এ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে ছিল। দু'জন রেড ক্রস ব্যাজ পরিহিত লোক আহত বিমলাপ্রসাদকে তুলে নিল। এ্যাম্বুলেন্স পূর্ণ বেগে ছুটে চলল।

প্রবীরের বিমানটি ঘাঁটিতে অবতরণ করল প্রায় পাঁচ মিনিট পরে। বিমান থেকে নেমে প্রবীর একজন অফিসারকে প্রশ্ন করল, "বিমানের যাত্রীদের কারও কোন ক্ষতি হয়নি তো ?"

অফিসারটি উত্তর দিল, "ব্যবসায়ী বিমলাপ্রসাদ বাবু আহত হয়ে ছিলেন।"

"তিনি কোথায় ?"

"একটু আগে তাঁকে এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গিয়েছে।"

"এ্যাম্বুলেন্স! খবর দেওয়া হয়েছিল নাকি ?"

অফিসারটি বলল, "আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারলাম না। আপনি কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখুন।"

কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তাঁরা এ্যাম্বুলেন্সে কোন সংবাদ পাঠান নি। প্রবীরের আর বুঝতে দেরী হল না যে বিমলাপ্রসাদ শত্রুর কবলে পড়েছেন।

এ্যাম্বুলেন্সটি কোন পথে গিয়েছে জেনে নিয়ে প্রবীর গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

এ্যাম্বুলেন্সটি জনশূন্য পথ দিয়ে ছুটে চলেছিল। বিপরীত দিক থেকে আর একটি গাড়ী ছুটে আসছিল। গাড়ী থেকে সঙ্কেত করতেই এ্যাম্বুলেন্সটি পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিপরীতগামী গাড়ীটিও এ্যাম্বুলেন্সের কাছে এসে থামল। গাড়ী থেকে নামল রক্তপিপাসু, তার সমস্ত মুখ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢাকা। রক্তপিপাসুর ইঙ্গিতে এ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার ক্লোরোফর্মে ভেজানো একটুকরো তুলো বিমলাপ্রসাদের নাকের ওপরে চেপে ধরল। অচেতন বিমলাপ্রসাদকে এ্যাম্বুলেন্স থেকে গাড়ীতে তোলা হল এবং রক্তপিপাসু স্বয়ং এ্যাম্বুলেন্সের একটি বেড দখল করল। গাড়ীটি যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেই দিকেই ফিরে গেল। এ্যাম্বুলেন্সের চালক তাড়াতাড়ি ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে যন্ত্রপাতি পরীক্ষার ভান করতে লাগল।

একটু পরেই প্রবীরের গাড়ী এ্যাম্বুলেন্সটির পাশে এসে থামল। প্রবীর রিভলভার হাতে গাড়ী থেমে নেমে পড়ল। এ্যাম্বুলেন্স চালকের বুকের কাছে রিভলভার ধরে প্রবীর বলল, "খবর্দ্দার, পালাবার চেষ্টা করো না।"

চালক বিস্ময়ের ভাল করে বলল, "আজ্ঞে, বলছেন কি! আমি পালাতে যাব কেন? ওনাকে বড় হাঁসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় পথের মাঝে আটকে পড়েছি।"

"দমদম বিমান ঘাঁটিতে যাবার কথা তোমাদের কে জানিয়েছিল ?"

চালক উত্তর দিল, "আজ্ঞে একটি বুড়ো ভদ্রলোক হাসপাতালে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ইঞ্জিনটা....।"

প্রবীর ধমক্ দিয়ে উঠল, "থাক, তোমার এখন আর ইঞ্জিনে হাত দিতে হবে না। এ্যাম্বুলেন্সটা আমার গাড়ীর পেছনে বেঁধে দাও, তাহলেই হবে।"

চালক খানিকটা দড়ি বার করে প্রবীরের গাড়ীর পেছনে এ্যাম্বুলেন্সটি বেঁধে দিল। প্রবীর এ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল, একটি বেডে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় একজন পড়ে রয়েছে এবং দু'জন এ্যাম্বুলেন্সের লোক সেখানে বসে রয়েছে।

প্রবীর গম্ভীর স্বরে চালককে বলল, "তোমার জায়গায় গিয়ে বোস, পালাবার চেষ্টা কর না।"

চালক মুখ কাঁচু মাঁচু করে তার আসনে গিয়ে বসল। প্রবীরের গাড়ী এ্যাম্বুলেন্সটিকে টেনে নিয়ে চলল। এক সময়ে চালক এবং অপর দু'জন লোক চলন্ত এ্যাম্বুলেন্স থেকে লাফিয়ে পড়ে নিকটস্থ ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল। প্রবীর এদের পলায়নের সংবাদ জানতে পারল না।

গাড়ী মোড় ঘোরাতে গিয়ে পেছন থেকে এক ধাক্কা খেল। প্রবীর তাড়াতাড়ি গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়ল। দেখল, এ্যাম্বুলেন্সটি তার গাড়ীর পেছনে ধাক্কা মেরেছে, চালক এবং আরও দু'জন লোক অদৃশ্য হয়েছে। নিরুপায় হয়ে প্রবীর

এ্যাম্বুলেন্সটিকে গাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। আহতকে নামাতে গিয়ে দেখল, ইতিমধ্যে তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। তাকে দু'হাতে তুলে এনে গাড়ীতে শুইয়ে দিল। ছদ্মবেশী রক্তপিপাসু কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "আমি কোথায়? আপনি কে?"

প্রবীর উত্তর দিল, "আমি বেসরকারী গোয়েন্দা প্রবীর ঘোষ। আপনি আহত হয়েছিলেন, আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

"আমায় বরং বাড়ীতেই নিয়ে চলুন। যা করবার আমার গৃহ-চিকিৎসকই করবে।"

ছদ্মবেশী রক্তপিপাসুকে বিমলাপ্রসাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে প্রবীর ফিরল।

*   *   *   *

বিমলাপ্রসাদের সঙ্গে অপূর্ব্ব মিত্রের বিশেষ পরিচয় ছিল। বিমলাপ্রসাদ সময় সময় অপূর্ব্ব মিত্রকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন এবং বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে নব আবিষ্কৃত ঔষধ এবং যন্ত্রপাতি গ্রহণ করতেন।

ছদ্মবেশী রক্তপিপাসু বিমলাপ্রসাদের পরিচয় দিয়ে অপূর্ব্ব মিত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হল। কল্পনা বেরিয়ে এসে বলল, "আপনি বাবাকে খুঁজছেন? প্রায় দিন দশেক হল তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।...আপনার সমস্ত মুখে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো কেন?"

ছদ্মবেশী রক্তপিপাসু উত্তর দিল, "কিছুদিন আগে বিমানে যাত্রা করার সময় সমস্ত মুখটা পুড়ে গিয়েছে। তোমার বাবা কি তোমায় কিছু বলে গিয়েছিলেন ?"

"কেন বলুন তো ? আপনার কোন প্রয়োজন আছে ?"

কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মোলায়েম করে রক্তপিপাসু বলল, "আমায় চিনতে পারলে না মা ! আমি তোমার বাবার বন্ধু।"

কল্পনা লজ্জিত হয়ে বলল, "সমস্ত মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকায় আপনাকে চিনতে পারিনি। ভাল কথা, বাবা আপনার জন্য একটি শক্তিশালী লৌহমানব তৈরি করে রেখেছেন, দেখবেন ? আসুন আমার সঙ্গে, পাশের ঘরেই জিনিষটা আছে।"

ছদ্মবেশী রক্তপিপাসুকে সঙ্গে করে কল্পনা পাশের ঘরে প্রবেশ করল। কল্পনা একটি বিরাট কাঠের বাক্সের সামনে উপস্থিত হয়ে বাক্সের ডালা খুলে ফেলল।

রক্তপিপাসু চমকে উঠল,—বাক্সের মধ্যে তার আবিষ্কৃত লৌহমানবের মত অবিকল আর একটি লৌহমানব রয়েছে।

কল্পনা বলে চলল, "আপনাকে উপহার দেবার জন্যই বাবা এটা তৈরি করেছিলেন। তিনি আজ এখানে উপস্থিত থাকলে এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে আপনাকে অনেক কিছু বলতে পারতেন।"

রক্তপিপাসু মনে মনে মতলব আঁটছিল। এক সময়ে বলল, "শুনলাম তোমার বাবা এই লৌহমানবটি আমার জন্যই নির্ম্মাণ করেছিলেন। তা, এখন আমি এটা নিয়ে যেতে পারি ?"

কল্পনা আমতা আমতা করে বলল, "আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আগে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিতে হবে।"

রক্তপিপাসু গম্ভীর স্বরে বলল, "লৌহমানবটির মালিক তোমার বাবা না তোমার বন্ধুটি?"

কল্পনা বলল, "বাবার অবর্ত্তমানে ইনি আমার বর্ত্তমান অভিভাবক। সুতরাং কোন কিছু কাউকে দিতে হলে এঁর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন বিমলাপ্রসাদবাবু, আমি এক্ষুনি আমার বন্ধুকে ফোন করছি।"

রক্তপিপাসু রাগে ফুলতে লাগল, কিন্তু কোন কথা বলল না। কল্পনা ফোন তুলে নিল, "পি, কে ০০০২৫০,...হ্যাঁ আমি কল্পনা কথা বলছি...হ্যাঁ একটু প্রয়োজন আছে...বাবার বিশেষ বন্ধু এসেছেন, তিনি এখনি লৌহমানবটি নিয়ে যেতে চান...কি বললেন ...আসছেন?...আচ্ছা...আচ্ছা...নমস্কার।"

ফোন নামিয়ে রেখে কল্পনা বলল, "বন্ধুটি কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে এসে পড়বেন।"

রক্তপিপাসু সহসা বলে উঠল, "তুমি আমার এবং তোমার পিতার প্রতিশ্রুতিকে অপমান করছ কল্পনা! অপূর্ব্ব বিশ্বাস করে তার মূল্যবান আবিষ্কারগুলি পর্য্যন্ত আমার হাতে তুলে দিয়েছিল, আর তুমি তারই মেয়ে হয়ে আমায় অবিশ্বাস করছ! লৌহমানবটি আমার হাতে তুলে দিতে পার কিনা জানবার জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে টেনে আনছ?"

ক্ষণকাল চিন্তা করে কল্পনা মৃদু স্বরে বলল, "আপনাকে ঠিক অবিশ্বাস করিনি বিমলাপ্রসাদবাবু। আচ্ছা, আপনি লৌহমানবটি নিয়ে যেতে পারেন।"

রক্তপিপাসু খুসি হয়ে বলল, "এই তো অপূর্ব্বর মেয়ের মত কথা। তাহলে আমার কর্ম্মচারীদের গাড়ী পাঠাবার জন্য হুকুম দিই।"

রক্তপিপাসু টেবিলের ওপর থেকে ফোন তুলে নিয়ে একজন অনুচরকে ফোন করল, "হ্যালো···আমি বিমলাপ্রসাদ, অপূর্ব্ব মিত্রের বাড়ী থেকে কথা বলছি···তাড়াতাড়ি একখানা লরী এখানে পাঠিয়ে দাও······যত তাড়াতাড়ি হয়। ভাল কথা, সঙ্গে কয়েকজন কুলি নিয়ে আসবে।"

ফোন নামিয়ে রেখে রক্তপিপাসু অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। কিছুক্ষণ কেটে গেল। বাইরে গাড়ীর শব্দ পেয়ে রক্তপিপাসু বলে উঠল, "ঐ আমার গাড়ী এসেছে মা। এবার বাক্সটা নিয়ে যাব, যাই লোকগুলিকে ডাকি।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে চারজন লোক নিয়ে রক্তপিপাসু ফিরে এল। লোকগুলি বাক্সটা লরীতে তুলে দিল। লরীতে উঠতে উঠতে রক্তপিপাসু বলল, "এখন চললাম মা। তোমার বাবা ফিরলে আমায় খবর দিও কিন্তু।"

বারো

লৌহমানব

সুপ্রসিদ্ধ কেমিষ্ট এবং ড্রাগিষ্ট 'আশা ফার্ম্মাসি'র মালিক একখানি অদ্ভুত চিঠি পেয়েছেন। চিঠিতে তাঁকে জানান হয়েছে যে আগামী কালের মধ্যে একলক্ষ টাকা দিতে না পারলে তাঁর বিপদ অবশ্যম্ভাবী। টাকাটা যেন বি, এল, বি, ৯০৯৩২১-এর চালকের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশে খবর দিলে বিপদ আরও বাড়বে।

'আশা ফার্ম্মাসি'র মালিক সুবল ঘোষ সেদিন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন আগামী সোমবার কোন একটা বিশ্বাসী ব্যাঙ্কে টাকাটা জমা দিয়ে আসবেন। সুবলবাবু মনে মনে ভাবলেন, কেউ বোধহয় মিথ্যা ভয় দেখিয়ে এই চিঠি দিয়েছে।

কিন্তু তাঁর সেই ধারণা ভেঙে গেল পরদিন দুপুরে। দেখলেন, বি, এল, বি ৯০৯৩২১ তাঁর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন হর্ণ দিচ্ছে।

সুবলবাবু তাড়াতাড়ি পুলিশে ফোন করলেন। পুলিশ উপস্থিত হতেই মোটরটি পালিয়ে গেল। পুলিশ মোটামুটি ঘটনাটা জেনে নিয়ে বিদায় হল। সুবলবাবু এবার নিজের বিপদ অনুভব করলেন। বর্ত্তমানে আর কি করা উচিত তা তিনি ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে

পড়ল প্রবীর ঘোষের কথা। তাঁকে খবর দিলে কেমন হয়? প্রবীরের কাছে তিনি সাহায্য চেয়ে ফোন করলেন। প্রবীর তাঁকে সাধ্যমত সাহায্য করতে সম্মত হল। সুবলবাবু কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেন।

তখন সবে সন্ধ্যা। সুবলবাবু নিজের অনাগত বিপদের কথা চিন্তা করছিলেন। চিন্তা করতে করতে বার বার শিউরে উঠছিলেন তিনি। এই টাকাগুলো যদি ওরা জোর করে নিয়ে যায় তাহলে আমার কি উপায় হবে? আমার যে পথে ভিক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না!

বাইরে গাড়ীর শব্দে তাঁর চমক ভাঙল। দেখলেন একটি লরী দোকানের সামনে এসে থামল। লরীর চালক নেমে এসে সুবলবাবুর হাতে একটুকরো কাগজ দিল। সুবলবাবু কাগজটি পড়ে দেখলেন, 'জাতীয় গবেষণাগার' থেকে কিছু নতুন ঔষধ পাঠান হয়েছে।

'জাতীয় গবেষণাগার' থেকে ইতিপূর্ব্বে এই ধরণের নতুন ঔষধ এসেছিল। সুবলবাবুর মনে কোন রকম সন্দেহ জাগল না। লরী থেকে কাঠের বাক্সটি নামিয়ে গুদাম ঘরে রাখবার ব্যবস্থা করলেন।

একটু পরেই প্রবীর উপস্থিত হল। প্রশ্ন করল, "খবর কি সুবলবাবু, আর কোন গোলমাল হয়নি তো?"

সুবলবাবু বললেন, "না, আর কোন গোলমাল হয়নি। কিন্তু হ'তে কতক্ষণ? আপনি রাত্রে এখানে থাকছেন তো প্রবীরবাবু?"

"প্রয়োজন হলে থাকব বৈকি। টাকাটা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারলেন না ?"

"আজ রবিবার, সমস্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ। আচ্ছা, দোকান ঘর পাহারা দেবার জন্য পুলিশ আসবে তো ?"

মৃদু হেসে প্রবীর বলল, "আপনি সাহায্য চাইলে নিশ্চয় আসবে। তবে তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। মনে সাহস এনে আমায় সাহায্য করুন, তাহলেই যথেষ্ট হবে।"

* * * *

গভীর রাত্রি।

প্রবীর দোকানে বসে শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষা করছিল। সুবলবাবু সিন্দুকের কাছে একটা চেয়ারে বসেছিলেন। ঘরের মধ্যে বিরাজ করছে একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গুদাম ঘরে একটা মৃদু শব্দ হল। সুবলবাবু চমকে উঠলেন, "প্রবীরবাবু, ঐ বোধহয় তারা এল। এখন আমি কি করি—সিন্দুকের মধ্যে দেড় লক্ষ টাকা রয়েছে। ওরা যে সব নিয়ে যাবে !"

প্রবীর অভয় দিয়ে বলল, "ও কিছু নয়, বোধহয়, ইঁদুর ছোটাছুটি করছে। আপনি মিথ্যে ভয় পাবেন না। ওরা কোথা দিয়ে আসবে ? দোকানের সব দরজাই তো বন্ধ রয়েছে।"

প্রবীর যখন সুবলবাবুকে অভয় দিচ্ছিল, ঠিক তখন আবার শব্দ হল। 'জাতীয় গবেষণার' কর্তৃক প্রেরিত কাঠের বাক্সটার

ডালা ধীরে ধীরে খুলে গেল। ভেতর থেকে এক লৌহমানব বেরিয়ে দোকান ঘরের দিকে অগ্রসর হল। মেঝের ওপর কঠিন লৌহের আঘাতে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে শব্দ হল, ঠন্...ঠকাস্...ঠন্...ঠকাস্...

সুবলবাবু আবার চমকে উঠলেন, "প্রবীর বাবু ঐ শুনুন!"

প্রবীর শব্দ শুনে অনুমান করল, লোহার জুতো পায়ে কেউ গুদাম ঘরে প্রবেশ করেছে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রিভলভার বার করে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল প্রবীর। তার কোন সন্দেহ রইল না যে শত্রু উপস্থিত হয়েছে।

অদ্ভুত শব্দটি ক্রমেই দোকান ঘরের নিকটবর্ত্তী হতে লাগল। একটু পরেই গুদাম এবং দোকান ঘরের মাঝের দরজা নড়ে উঠল। প্রবীর কোন রকম সাবধানতা অবলম্বন করবার পূর্ব্বেই কাঠের দরজাটি সশব্দে ভেঙে পড়ল। দোকানে প্রবেশ করল লৌহমানব। প্রবীর চমকে উঠল, এই বিরাট লৌহমানবটি গুদাম ঘরে এল কি করে! সুবলবাবু সেই অদ্ভুত লৌহমানবকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন।

প্রবীর কিন্তু সাহস হারাল না, লৌহমানবকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটি গুলি ছুঁড়ল। প্রতিটি গুলি লৌহমানবের দেহে প্রতিহত হয়ে ফিরে এল। লৌহমানব ধীর পদে সিন্দুকের দিকে এগিয়ে চলল। সুবলবাবু ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

সিন্দুকের কাছে এসে লৌহমানব সুবলবাবুকে আলিঙ্গন

করল। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র, তার পর সুবলবাবুর প্রাণহীন দেহ মাটিতে ফেলে দিয়ে লৌহমানব সিন্দুকের ওপর এক হাত রাখল ও তারপর অন্যহাতে সিন্দুকের হাতল ধরে টান দিল। এক টানেই সিন্দুকের বিরাট ডালাটি ভেঙে গেল। লৌহমানব সিন্দুকের ডালাটি এক পাশে সরিয়ে রেখে ভেতর থেকে নোটের বাণ্ডিলগুলো বার করে নিয়ে শরীরের এক অংশে লুকিয়ে ফেলল। তারপর প্রবীরের দিকে এগিয়ে চলল।

প্রবীর দোকান ত্যাগ করে গুদাম ঘরে প্রবেশ করল। লৌহমানবও তাকে অনুসরণ করে গুদাম ঘরে প্রবেশ করল। দরজায় খিল এঁটে দিয়ে লৌহমানব প্রবীরকে আলিঙ্গন করতে অগ্রসর হল।

লৌমমানব প্রায় কাছে এসে পড়েছে। পালাবার পথ রুদ্ধ দেখে প্রবীর আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। লৌহ-মানব আরও কাছে উপস্থিত হতেই প্রবীর শেল্‌ফ্‌ থেকে একটা নাইট্রিক এ্যাসিডের বোতল তুলে নিয়ে লৌহমানবের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল।

বোতলটা লৌহমানবের মাথায় লেগে ভেঙে গেল। এ্যাসিডের ক্রিয়া আরম্ভ হল, তবুও টলতে টলতে সে প্রবীরের দিকে এগিয়ে এল।

কাছে আসতেই প্রবীর এ্যাসিডের বোতল ভর্ত্তি শেল্‌ফ্‌টা লৌহমানবের দিকে টেনে দিয়ে লাফিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল। ভাঙা বোতলের তলায় লৌহমানব চাপা পড়ে গেল।

ধোঁয়া এবং এ্যাসিডের গন্ধে সমস্ত গুদাম ঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। দেহের কয়েক স্থানে এ্যাসিড লাগায় যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ল প্রবীর। কোন রকমে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল, দোকানের চারপাশে এক বিরাট কৌতূহলী জনতার সৃষ্টি হয়েছে।

তের

শয়তানের স্বপ্ন

রক্তপিপাসুর ল্যাবরেটরী। অপূর্ব্ব মিত্র এবং বিমলাপ্রসাদ বন্দী অবস্থায় চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁদের দু'পাশে দাঁড়িয়েছিল রহমন এবং কালু।

রক্তপিপাসু অস্থিরভাবে পায়চারী করছিল। এক সময়ে গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "কালো মুখোসধারী এখনও জীবিত আছে। বারংবার আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিচ্ছে সে। তার জন্যে আমাকে দেড়লক্ষ টাকা এবং একটি মূল্যবান লৌহ-মানব হারাতে হয়েছে। যে করে হোক তাকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দিতেই হবে। একেবারে পৃথিবী থেকেই তাকে সরিয়ে ফেলব। যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, তাদের সকলকেই ধ্বংস করে ফেলব। কালু, মুখোসধারীর খোঁজ কর। যে করেই হোক আজ রাত বারোটার মধ্যে তাকে ধরে আনতে

হবে। এবার আর সে পালাবার সুযোগ পাবে না। এখানে উপস্থিত হলেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।"

কালু বেরিয়ে গেল। রক্তপিপাসু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপনাদের সঙ্গে আপনার এক মাত্র কন্যাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে ডক্টর মিত্র। তাকে এবং তার রক্ষক দিলীপকেও ধরে আনবার জন্য লোক পাঠিয়েছি। এখন মুখোসধারীকে হাতে পেলেই আমার কাজ আরম্ভ করব।

"ডক্টর মিত্র, আপনার আবিষ্কৃত লৌহমানবটি আমি নিয়ে এসেছি। দুঃখ করবেন না, লৌহমানবটির উপযুক্ত ব্যবহার আমিই করতে পারব। আপনি চেয়েছিলেন লৌহমানবটির দ্বারা মানুষের কর্ম্মভার লাঘব করে দিতে। আমি এর দ্বারা মানুষের জীবনভার লাঘব করে দিতে পারব। পৃথিবীর কোন শক্তিই পারবে না এই লৌহমানবের গতিরোধ করতে। আপনার আবিষ্কৃত লৌহমানবের সঙ্গে আমার আবিষ্কৃত লৌহমানবের আশ্চর্য্য রকমের মিল রয়ে গিয়েছে। অবশ্য স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আপনার লৌহমানবটি আমার লৌহ মানবের চাইতে একটু উন্নত ধরণের।"

অপূর্ব্ব মিত্র ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, "শয়তান! তোমার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে।"

বিকট ভাবে হেসে উঠল রক্তপিপাসু। বলল, "আমার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে! আপনি আমায় বিস্মিত করলেন ডক্টর মিত্র। কোন দিন আমার মৃত্যু হবে না, আমি অমর হয়ে

থাকব। তাছাড়া এখন আমার কথা না ভেবে আপনার নিজের কথাই ভাবুন। যান্ত্রিক বলে আমি সমস্ত পৃথিবী জয় করব এবং শাসনও করব যন্ত্রের সাহায্যে। আমি হব সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট। মঙ্গল গ্রহেও অভিযান চালাব। আর যদি প্রয়োজন হয়, যন্ত্রের সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী ভেঙে চূরে লণ্ডভণ্ড করে দেব।"

অপূর্ব্ব মিত্র বিদ্রূপের সুরে বললেন, "তাই নাকি! শয়তান, তোমার কল্পনাশক্তির প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। তবে, দুঃখের বিষয়, তোমার কল্পনা চিরকাল কল্পনাই থাকবে।"

বাধা দিয়ে রক্তপিপাসু বলল, "না ডক্টর মিত্র, আমার কল্পনা অতি শীঘ্রই বাস্তবে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে। এবং তা হবে, আপনাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবার পর। এ কাজে আপনার আবিষ্কৃত যন্ত্রটি আমায় খুবই সাহায্য করবে। বিজ্ঞানের পাতায় আমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।"

এবার বিমলাপ্রসাদ কথা কইলেন, "হ্যাঁ, খুনীদের খাতায় তোমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তোমার……"

বিমলাপ্রসাদের কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই তিনজন লোক দিলীপ এবং কল্পনাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

অপূর্ব্ব মিত্র সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "একি, কল্পনা! তোমাদের ওরা কোথা থেকে ধরে নিয়ে এল?"

কল্পনা বলল, "আমি আর দিলীপবাবু বাড়ীতে বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ এই লোক তিনটি ঘরে প্রবেশ করে আমাদের চেপে ধরে।

কল্পনা রক্তপিপাসুর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলল, "একি ! বিমলাপ্রসাদ বাবু আপনি এখানে ?"

বিকট হেসে রক্তপিপাসু বলল, "তোমার ভুল হচ্ছে কল্পনা, আমি বিমলাপ্রসাদ নই। তবে বিমলাপ্রসাদের ছদ্মবেশে তোমার কাছে গিয়েছিলাম।"

ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে রক্তপিপাসুর দিকে তাকিয়ে কম্পিতকণ্ঠে কল্পনা বলল, "তবে কি তুমি..."

"হ্যাঁ আমি রক্তপিপাসু। আসল বিমলাপ্রসাদ তোমার বাবার পাশেই বসে রয়েছেন।"

দিলীপ গর্জ্জে উঠল, "আমাদের ধরে রাখতে পারবে না শয়তান। পুলিশ তোমার সন্ধান পেয়েছে।"

মৃদু হেসে রক্তপিপাসু বলল, "পুলিশ এসে তোমায় জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারবে, সে আশা করো না মূর্খ। তোমাদের বন্দী করে রাখবার জন্য ধরে আনিনি। তোমাদের এনেছি হত্যা করবার জন্য। আজ রাত বারটায় তোমাদের হত্যা করা হবে। পুলিশ এসে তোমাদের প্রাণহীন দেহগুলিই কেবল ফিরে পাবে। তোমাদের আয়ু আর মাত্র চার ঘণ্টা। এইটুকু সময়ে নিজেদের মধ্যে শেষ কথাবার্ত্তা বলে নাও।" তারপর রক্তপিপাসু কথা অসমাপ্ত রেখেই বিকটভাবে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রবীর বাড়ী ফিরেই সর্ব্বপ্রথম দিলীপের সন্ধান করল।

ভৃত্যকে প্রশ্ন করে জানতে পারল, কয়েকঘণ্টা আগে দিলীপ বেরিয়ে গিয়েছে। প্রবীরের মনে হল দিলীপ নিশ্চয় অপূর্ব্ব মিত্রের বাড়ীতে আছে। এককাপ চা খেয়ে প্রবীর বেরিয়ে পড়ল।

প্রবীর অপূর্ব্ব মিত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হল। ড্রইংরুমে প্রবেশ করে দেখল, শচীন বসু একটি সোফায় মুখ গুঁজে বসে রয়েছে। কাছে গিয়ে প্রবীর ডাকল, "শচীনবাবু, শুনছেন?"

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে প্রবীর শচীন বসুকে জাগাবার জন্যে তার দেহে হাত দিয়েই চমকে উঠল। দেহ শীতল। পরীক্ষা করে দেখল, দেহে প্রাণ নেই। দিলীপ বা কল্পনার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

থানায় ফোন করে প্রবীর বাড়ীর ঠাকুর-চাকরদের ডেকে পাঠাল। কর্ত্তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা একত্র হয়ে গল্পগুজব করছিল।

প্রবীর সকলকেই জেরা করল। কেউই বিশেষ কিছু বলতে পারল না। কেবল একজন চাকর জানাল, সে দিলীপকে কল্পনা এবং তিনজন লোকের সঙ্গে মোটরে করে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। এর বেশী আর কিছুই সে বলতে পারল না। প্রবীর খোঁজ নিয়ে দেখল, কল্পনার মোটর গ্যারেজেই রয়েছে। তবে ওরা কার মোটরে গেল?

হঠাৎ প্রবীরের মনে হল, ওরা কি তবে বেড়াতে গেল? কিন্তু সে যে কল্পনাকে নিয়ে কোথায়ও বেরুতে মানা করে

দিলীপকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিল। দিলীপ কি তার আদেশ অমান্য করে কল্পনাকে নিয়ে বেরিয়েছে? তাদের সঙ্গে যে তিনজন লোক গিয়েছে তারা কারা? তবে কি রক্তপিপাসুর অনুচরেরা শচীন বসুকে খুন করে দিলীপ এবং কল্পনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে?

থানা থেকে পুলিশ উপস্থিত হলে প্রবীর পুলিশকে শচীন বসুর মৃতদেহ দেখিয়ে দিল। সরকারী ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে বললেন, তিন চার ঘণ্টা পূর্ব্বে একে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

* * *

সমস্তদিন দিলীপের সন্ধান করে প্রবীর সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল। নিজের ঘরের তালা খুলতে গিয়ে দেখল দরজা খোলা। তবে কি দিলীপ ফিরেছে? ঘরে প্রবেশ করে আলো জ্বালতেই দরজার পাশ থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে প্রবীরকে আক্রমণ করল।

আকস্মিক আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না প্রবীর। টাল সামলাতে না পেরে সে মাটিতে ছিটকে পড়ল। আক্রমণকারী একলাফে প্রবীরের ওপর চেপে বসল। প্রবীর পা গুটিয়ে সজোরে আক্রমণকারীর বুকে লাথি বসিয়ে দিল। নিজেকে মুক্ত করে প্রবীর উঠে দাঁড়াল। তারপর আক্রমণ-কারীকে তুলে ধরে পরপর কয়েকটি ঘুসি মারল। ঘুসি খেয়ে আক্রমণকারী হাঁপাতে লাগল। প্রবীর তাকে আলোয় টেনে

এনে দেখল, সে রক্তপিপাসুর অনুচর কালু খাঁ। কালুর ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল।

প্রবীর দড়ির সাহায্যে কালুর হাত পা শক্ত করে বেঁধে ফেলল। তারপর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল, "তারপর খাঁ সাহেব? হঠাৎ আমার মত অভাগার বাড়ীতে তোমার আবির্ভাব হল কেন?"

প্রথমে কালু কোন উত্তর দিল না। পরে ধমক খেয়ে বলল, "আমি এসেছিলাম আপনাকে আমার প্রভুর আদেশে ধরে নিয়ে যেতে।"

বিদ্রূপের সুরে প্রবীর বলল, "তাই নাকি! তা এখনও আমায় ধরে নিয়ে যাবার ইচ্ছা আছে নাকি? এক্ষেত্রে তোমায় এখানে রেখে আমিই যাব তোমার প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে।"

হঠাৎ গম্ভীর স্বরে প্রবীর প্রশ্ন করল, "দিলীপ আর কল্পনা কোথায়?"

কালু উত্তর দিল, "জানি না।"

"নিশ্চয় জান। বল ওদের কোথায় করে রাখা হয়েছে। আমার কাছে কোন কিছু গোপন করলে তার ফল মঙ্গলজনক হবে না।"

কালু একই ভাবে উত্তর দিল, "আমি কিছুই জানি না, তা তো আগেই বলেছি। আমায় ছেড়ে দিন, চলে যাচ্ছি।"

"আমায় না নিয়েই চলে যাবে? তুমি কি আশা কর আমি তোমায় ছেড়ে দেব? যাক; বল, দিলীপ আর কল্পনা কোথায়?"

কালু প্রবীরের কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। প্রবীর পকেট থেকে রিভলভার বার করে বলল, "দেখছ, এটা কি? আমার কথার উত্তর দাও, না হলে তোমায় গুলি করতেও দ্বিধা করব না।"

ভয়ে কালুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। অতি কষ্টে বলল, "বলছি বলছি, আমি যা জানি সবই খুলে বলছি। দুজনকে কর্ত্তার অনুচরেরা ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

"অপূর্ব্ব মিত্র আর বিমলাপ্রসাদ কোথায়?"

"সেই খানে।"

প্রবীর পুনরায় প্রশ্ন করল, "তোমার কর্ত্তার বর্ত্তমান আড্ডা কোথায়?"

কালু আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল, "দোহাই আপনার, ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা করবেন না। কিছুতেই তা বলতে পারব না। বললে কর্ত্তা আমাব জান নিয়ে নেবে।"

প্রবীর গম্ভীব স্বরে বলল, "আমার কথাব জবাব না দিলে এক গুলিতে আমিই তোমার জান নিয়ে নেব।"

কালু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "বলছি। শক্তিগড়ের পোড়ো বাড়ীতে। এবার আমায় ছেড়ে দিন।"

'ওদের ওখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেন?"

"আজ রাতে তাদের সকলকেই হত্যা করা হবে।'

প্রবীর চমকে উঠল, "আজ রাতে? কখন?"

কালু উত্তর দিল, "শুনেছি রাত বারোটায়।"

প্রবীর তাকিয়ে দেখল ঘড়িতে তখন ন'টা বেজেছে। কালুকে খানিকটা ঘুমের ঔষধ খাইয়ে দিয়ে বলল, "কয়েক ঘণ্টা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও। তোমার কোন কথা মিথ্যা হলে তোমায় সাজা ভোগ করতে হবে।"

প্রবীর ফোন করল, "হ্যালো, লালবাজার পুলিশ ষ্টেশন…… কমিশনারকে চাই…আমি প্রবীর ঘোষ কথা বলছি… রক্তপিপাসুর সন্ধান পেয়েছি স্যার। কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশকে শক্তিগড়ের পোড়ো বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন……হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব…. …রক্তপিপাসু সেখানে কয়েকটা খুন করবার মতলব করেছে…… …আমি এক্ষুনি সেখানে রওনা হয়ে যাচ্ছি নমস্কার।"

পনরো

মরণ আলিঙ্গন

রক্তপিপাসু চঞ্চল হয়ে উঠল। সব কিছুই প্রস্তুত, কেবল কালু মুখোসধারীকে ধরে নিয়ে এলেই কাজ আরম্ভ হবে।

পরপর পাঁচটি চেয়ার। প্রথমটি শূন্য, দ্বিতীয়টিতে অপূর্ব্ব মিত্র, তৃতীয়টিতে দিলীপ, চতুর্থটিতে বিমলাপ্রসাদ এবং সর্ব্বশেষটিতে কল্পনাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

সকলেই মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে

পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করবে, সে আশা সকলেই ত্যাগ করেছিল। ঘড়িতে তখন বারোটা বাজতে চল্লিশ মিনিট।

অপূর্ব্ব মিত্রের কাছে গিয়ে রক্তপিপাসু বলল, "আপনাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত ডক্টর মিত্র। আপনারা জানেন না বোধহয় কি ভাবে আপনাদের হত্যা করা হবে। আমার লৌহমানবের সঙ্গে আঁপনারা সকলেই পরিচিত আছেন, তার হাতে আপনাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে। কি হে দিলীপ, এমন চুপচাপ কেন? ভয় পেলে না কি? হু'চারটে কথাবার্ত্তা বল!"

দিলীপ গর্জ্জে উঠল, "ভয় পাবে তোমাদের মত শয়তানেরা, যারা প্রকাশ্যে সাহস করে কোন কাজ করতে পারে না, ঘরেব কোণে লুকিয়ে বসে থাকে। তা ছাড়া তোমার মত শয়তানের সঙ্গে বাক্যালাপ করতেও ঘৃণা হয়।"

"তুমি দেখছি খাঁটি জাতকেউটের বাচ্চা। কিন্তু মৃত্যুব মুখে ফোঁস ফোঁস করা বৃথা। শেষ সময়ে যত পার আমাব ঘৃণা করে নাও। আঁগামী প্রভাত থেকে নব উদ্যমে শুরু করব আমার অভিযান। পৃথিবীর সমস্ত ধনী—যারা টাকার পাহাড়ে বসে টাকা বাড়াতে ব্যস্ত, তাদের সকলকে সেখান থেকে টেনে নামিয়ে দেব জীবিত বা মৃতাবস্থায়। তাদের সমস্ত অর্থ......"

রক্তপিপাসুর কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই দিলীপ বলে উঠল, "...তাদের সমস্ত অর্থ অধিকার করে তুমিও তাদের মত টাকার পাহাড়ে গিয়ে বসবে। তুমিই হবে পৃথিবীর একমাত্র ধনী। তাই নয় কি?"

মৃদু হেসে রক্তপিপাসু বলল, "তোমার মাথা আছে, অসমাপ্ত কথা বেশ বুঝে নিতে পার। বেঁচে থাকলে নাম করতে পারতে। যাক, যা হবে না, তা নিয়ে মিছে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। আর মাত্র দশ মিনিট।"

দিলীপ আবার গর্জ্জে উঠল, "পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হবার সুযোগ কোন দিনই তোমার হবেনা।"

ঘরের একটি আলো তিনবার দপ্ দপ্ করে নিভে গেল। রক্তপিপাসু বলে উঠল, "কালু ফিরে এসেছে। খালি হাতে সে নিশ্চয় ফেরেনি। ডক্টর মিত্র, প্রস্তুত হয়ে নিন, মুখোসধারীর পরই আপনার পালা। আর মাত্র পাঁচ মিনিট।"

কথার শেষে রক্তপিপাসু একটি সুইচ টিপে দিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ঘরে প্রবেশ করল রহমন। রক্তপিপাসু বলল, "তুমি কনট্রোল রুমে চলে যাও রহমন। প্রথম চেয়ার থেকেই কাজ শুরু করবে, কালু ফিরে এসেছে। ঠিক বারোটা থেকে আরম্ভ করবে।"

রহমন চলে গেল। রক্তপিপাসুও অন্য দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। দরজার কিছু দূরে অন্ধকারে এক ছায়ামূর্ত্তি আত্মগোপন করে দাঁড়িয়েছিল। তার এক হাতে ছিল একটা ছোট রবারের লাঠি। রক্তপিপাসু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই মুখোসধারী রবারের লাঠি দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। রক্তপিপাসু জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। মুখোসধারী

পকেট থেকে আর একটি মুখোস বার করে রক্তপিপাসুর মুখে পড়িয়ে দিল।

কিছু দূরে কার পদশব্দ শুনে মুখোসধারী তাড়াতাড়ি অন্ধকারে আত্মগোপন করল। একটি লোক সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল। একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখে ঝুঁকে পড়ল, সবিস্ময়ে বলে উঠল, "একি, মুখোসধারী! একে এখানে ফেলে রেখে কালু গেল কোথায়?"

রক্তপিপাসুর অচেতন দেহ তুলে নিয়ে গিয়ে সে শূন্য চেয়ারটিতে বসিয়ে দিল। তারপর দ্রুতপদে কন্‌ট্রোল রুম অভিমুখে যাত্রা করল। তখন বারোটা বাজতে মাত্র এক মিনিট।

লোকটি বেরিয়ে যেতেই মুখোসধারী ঘরে প্রবেশ করল। ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে বারোটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে এই দরজা খুলে গেল এবং বিচিত্র শব্দ করতে করতে লৌহমানব প্রবেশ করল।

লৌহমানব প্রথম চেয়ারের দিকে এগিয়ে গিয়ে রক্তপিপাসুকে স্পর্শ করল। লৌহমানবের স্পর্শে রক্তপিপাসুর জ্ঞান ফিরে এলো। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই লৌহমানব তাকে আলিঙ্গন করতে এল। রক্তপিপাসু পিছু হটতে হটতে চীৎকার করে উঠল, "মূর্খ, একি করছ থামাও...থামাও..."

রক্তপিপাসুর চীৎকার রহমনের কানে গিয়ে পৌঁছল না। পুলিশ তখন কণ্ট্রোল রুমে প্রবেশ করেছে। —রহমন এবং

রক্তপিপাসুর অন্যান্য অনুচরদের পুলিশ গ্রেপ্তার করল। পুলিশ ইন্সপেক্টারের আদেশে কণ্ট্রোল বোর্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলা হল।

লৌহমানব ইতিমধ্যে রক্তপিপাসুকে ঠেলতে ঠেলতে গরাদ-বিহীন জানালার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। রক্তপিপাসুর শেষ আর্ত্তনাদ শোনা গেল। লৌহমানবের প্রচণ্ড চাপে জানালা ভেঙে গেল। রক্তপিপাসুকে নিয়ে লৌহমানব প্রায় চল্লিশ ফুট নীচে আছড়ে পড়ল। মুখোসধারী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সকলের বাঁধন কেটে দিল।

নীচে নেমে এসে সকলে দেখল, একটি মাংসপিণ্ড পড়ে রয়েছে; তার পাশে লৌহমানবের ধ্বংসাবশেষ।

দিলীপ মুখোসধারীর কাছে এসে এক টানে মুখোস খুলে ফেলল। সবিস্ময়ে বলে উঠল, "একি, প্রবীর! তুই মুখোস-ধারী? লৌহমানব যাকে হত্যা করল সে কে?"

প্রবীর উত্তর দিল, "শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করে তোলবার জন্যই মুখোস ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। লৌহমানব যাকে হত্যা করল সে রক্তপিপাসু।"

প্রবীর একে একে সকল ঘটনা প্রকাশ করল। সব শুনে দিলীপ বলল, "আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—'স্রষ্টার মরণ সৃষ্টির হাতে'। আজ [illegible] লৌহমানবের হাতেই রক্তপিপাসুকে প্রাণ দিতে হল।"

অভ্যুদয়ের বই

এইচ্ জি ওয়েল্সের

দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো ২৸০ — পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

এইচ্ জি ওয়েল্সের গল্প ২৸০ — সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ব্যাল্যান্টাইনের

কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড ১৷০

গরিলা হাণ্টার্স ১৷০

চার্ল্‌স্ ডিকেন্সের

নিকলাস নিক্‌ল্‌বি ১৲

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

কুংটুস্থুর অ্যাড্‌ভেঞ্চার ১৸০

সুলুসাগরের ভুতুড়ে দেশ ১৷৽

হত্যা এবং তারপর ১৲

বিশালগড়ের দুঃশাসন ২৲ (ড্রাকুলার ভয়াবহ কাহিনী)

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

অদৃশ্য কালো হাত ৸০

অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তীর

ব্ল্যাকমেল ১৲

দ্বীপান্তরের কয়েদী ॥৵০

মণিলাল অধিকারীর

রক্তাভ-বুদ্ধ ১৷০

ভ্যাম্‌পায়ার ১৷০

খোকাখুকুর আসর (যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত) ৷৵০

সুকুমার দে সরকারের

২৪শে এপ্রিল, চুপ ১৲

নিশাচর ১৲

রবি সেনের

রক্তপিপাসু ১৲

শৈলেশ ভড়ের

মৃত্যু নয়, হত্যা ১৲

এইচ্‌ জি ওয়েল্‌সের দুটো বই

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বজগতে যাঁরা লেখনী চালনার দ্বারা জগতে আলোড়ন আনতে পেরেছেন, ওয়েল্‌স্‌ তাঁদেরই একজন। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের বহু বিচিত্র সুরের মধ্যে তিনি একটি স্বতন্ত্র নতুন সুরের সৃষ্টি করেন। আলোচ্য গ্রন্থ দু'খানি ওয়েল্‌সের সেই নব দানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে পরিগণিত হতে পারে। বিংশ শতাব্দীর নাগরিক হিসাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে বৈজ্ঞানিকতা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছে, ওয়েল্‌স্‌ তার সুযোগ নিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে কবি-কল্পনা মিশিয়ে এক অপূর্ব্ব রহস্যলোকের সৃষ্টি করেছেন।

এইচ্‌ জি ওয়েল্‌স্‌কে বাঙলা-ভাষাভাষীর দরবারে উপস্থিত করতে পেরে গর্ব্ব অনুভব করছি।

এইচ্‌ জি ওয়েল্‌সের গল্প

সম্পাদক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দু'টাকা বারো আনা

ওয়েল্‌সের যে আটটি গল্প এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে চারটি গল্প, যথা—'দৃষ্টিহীনের দেশ', 'নূতন তারা', 'সুন্দর পোষাক' এবং 'ম্যাজিকের দোকান'—সমালোচকদের মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পসংগ্রহের মধ্যে স্থান পাবার যোগ্য। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ।

দি আইল্যাণ্ড অব্ ডক্টর মোরো

অনুবাদক

অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

নীলাদ্রিশিখর বসু

ভূমিকা—ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

দু'টাকা বারো আনা

নির্জ্জন দ্বীপ, সমুদ্রযাত্রা, পোতভঙ্গ, অর্দ্ধমানুষদের সমাজ, তাদের সঙ্গে পূর্ণ মানুষদের সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য, পশুচিত্তের অনপনেয় রক্ত-লোলুপতা, শেষ পর্য্যন্ত পশুতে মানুষে লড়াই এবং অনিবার্য্য মৃত্যু—এই সমস্ত বিচিত্র ঘটনা সমাবেশে গড়ে ওঠা এই কাহিনী জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ।